পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে
মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন, কোন রসুল
ও শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই
মহা গৌরব সম্পন্ন
নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ
হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহা-
কেও তাঁহার উপর
কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বাংলা ॥ ৩১শে মে ১৯৮৫ ইং ॥ ১০ই রমজান ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

পবিত্র ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে পাক্ষিক আহমদীর সকল পাঠক-পাঠিকা ও দেশবাসীর খেদমতে জানাই আন্তরিক 'ঈদ—মোবারক'। (সঃ আহমদী)

সূচীপত্র

ঈদুল ফিৎর সংখ্যা

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ৩১শে মে ১৫ই জুন ১৯৮৫ ৩৯শ বর্ষ: ২য় ও ৩য় সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১১শ পারা, ১৬শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'কুরআন মজীদ ও ইহার তেলাওত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৪
* পাকিস্তান কর্তৃক আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ খণ্ডন :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* পশ্চিমে সূর্যোদয়—২ :	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২২
* ঈদের খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব মাজহারুল হক ও আবদুল হাদী	২৫
* কবিতা :	খন্দকার মোহাম্মদ মাহবুব-উল-ইসলাম	৩৬
* সংবাদ :		৩৭

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বাংলা : ৩১শে মে ১৯৮৫ইং : ৩১শে হিজরত ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১১শ পারা **১৬শ রুকু**

১২৩। হে মোমেনগণ! তোমরা সেই সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাহারা তোমাদের নিকটে বাস করে (এবং এমন ভাবে যুদ্ধ কর) তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে, এবং জানিও যে আল্লাহ মুত্তাকীগণের সঙ্গে আছেন।

১২৪। এবং যখনই কোন সুরা নাযেল করা হয়, অমনি তাহাদের মধ্য হইতে কতক (মোনাফেক) লোক বলে, এই সুরা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমানকে বাড়াইয়াছে? সুতরাং (স্মরণ রাখিও) যাহারা মোমেন, (তাহাদের পূর্বের ঈমানের ফলে) ইহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়াছে, ফলে তাহারা আনন্দ লাভ করে।

১২৫। কিন্তু যাহাদের অন্তরে ব্যধি আছে, ইহা তাহাদের (পূর্ব) অপবিত্রতার উপর আরও অপবিত্রতা বাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি তাহারা কাফের অবস্থায় মরিবে।

১২৬। তাহারা কি দেখে না যে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার পরীক্ষা করা হয়, তবুও তাহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

১২৭। এবং যখনই কোন সুরা নাযেল করা হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোক অন্যদের দিকে (জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে) তাকাইতে থাকে (ইহা জানিবার জন্য) যে, কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে? অতঃপর নিশ্চিত হইয়া তাহারা (মজলিস হইতে) চলিয়া যায়; আল্লাহ তাহাদের দিলগুলিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।

১২৮। (হে মোমেনগণ।) নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হইতে এক মহান রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কষ্টে পড়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমদের অতিশয় হিতাকাংখী এবং মোমেনদের প্রতি সে মহব্বতকারী, বারবার রহমকারী।

১২৯। কিন্তু তাহারা যদি ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বল, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট. তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, আমি তাঁহারই উপর তওয়াককুল করিতেছি এবং তিনি মহান আরশের রাব্ব্।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

কুরআন মজীদ ও ইহার তেলাওত

১। হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ভাল, যে কুরআন করীম শিখে ও অন্যকে শিখায়।" ('বুখারী, কেতাব ফাযায়েলিল-কুরআন)

২। হযরত রাফে বিন্‌ মুয়াল্লা (রাঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন: "আমি কি তোমাকে মস্‌জিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে কুরআন মজীদের সব চেয়ে বড় সুরাহ শিখাইব না? অতঃপর, তিনি আমার হাত ধরিলেন। যখন আমরা বাহির হইতে লাগিলাম, তখন আমি বলিলাম: আল্লাহর রসুল, আপনি কুরআন করীমের সবচেয়ে বড় সুরাহ আমাকে শিখাইবেন বলিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি (সাঃ) বলিলেন: "ইহা সুরা আল-হামদ'। ইহা 'সাবয়াল মাসানী'। অর্থাৎ ইহার সাত আয়াত বার বার নাযেল হইয়াছে এবং বার বার পাঠ করা হইবে। ইহাই সেই 'কুরআন আযীম' (মহান কুরআন) যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে।"

('বুখারী, কেতাব ফাযায়েলিল কুরআন)

৩। হযরত বশীর ইব্‌নে মুনযির (রাঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ ললিত কণ্ঠে পাঠ করে না, আমাদের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।" ('আবু দাউদ, কেতাবুস সালাত)

৪। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে ফরমাইলেন: 'কুরআন মজীদ শুনাও'। আমি হতবাক হইয়া নিবেদন করিলাম, 'আমি আপনাকে কুরআন মজিদ শুনাইব! অথচ কুরআন আপনার উপর নাযেল হয়।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন: 'অন্যের নিকট হইতে কুরআন মজীদ শুনিতে আমার বড় ভাল বোধ হয়'। তখন আমি 'সুরাহ নেসা' তেলাওত করিতে শুরু করিলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম "কি অবস্থা হইবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মৎ হইতে এক সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং উহাদের সকলের উপর তোমাকে (সাঃ) সাক্ষী করিব।" তখন তাঁহার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্‌ অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

('বুখারী হুসনুস-সাউতে বিল্‌ কিরআত)

৫। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'যাহার কুরআন করীমের কোন অংশই স্মরণ নাই, সে উৎসন্ন গৃহের ন্যায়।' ('তিরমিযি, কিতাব ফাযায়েলিল কুরআন)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ:—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

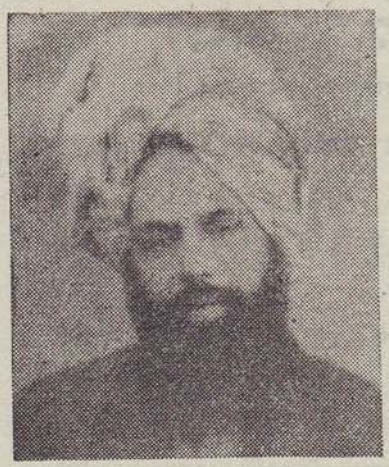

"আমি এখন আমার জামাতকে, যাহারা আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে গ্রহণ করিয়াছে, বিশেষভাবে নছিহত করিতেছি যে, দুষ্কৃতি ও অহিতিসাধান হইতে বিরত থাকিবে, এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। নিজেদের অন্তরকে তোমরা ঘৃণা ও বিদ্বেষ মুক্ত কর। এরূপ স্বভাবের দ্বারা তোমরা ফেরেশতাগণের ন্যায় হইয়া যাইবে। কত পঙ্কিল ও অপবিত্র সেই ধর্ম যে ধর্মে মানুষের প্রতি সহানুভূতি নাই। এবং কত অপবিত্র সেই পন্থা বা মতবাদ, যাহা প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনা প্রসূত ঘৃণা ও বিদ্বেষের কণ্টকে পরিপূর্ণ। সুতরাং তোমরা, যাহারা আমার সঙ্গে আছ, তদ্রুপ হইও না। চিন্তা করিয়া দেখ, ধর্মের উদ্দেশ্য ও অবদান কি? তাহা কি এই যে, সর্বদা মানব নির্যাতনে লিপ্ত থাকা তোমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে ও জীবন-ধারায় পরিণত হউক? কখনও নয় বরং ধর্মের উদ্দেশ্য হইল সেই জীবনকে লাভ করা যাহা খোদাতায়ালার মধ্যে বিদ্যমান এবং সেই পবিত্র জীবন কেহ লাভ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ লাভ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদায়ী সিফাত বা ঐশী গুণাবলী মানুষের আভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করে। খোদার খাতিরে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, যাহাতে আকাশ হইতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়।...তোমরা সর্বপ্রকার হীন পার্থিব ঘৃণা ও বিদ্বেষকে পরিত্যাগ কর এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং খোদাতায়ালার মধ্যে বিলীন হইয়া যাও। তাঁহারই সহিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বচ্ছ ও পবিত্র সম্পর্ক কায়েম কর। কেননা ইহাই সেই পন্থা, যদ্বারা কেরামত (অলৌকিক্রিয়া) সমূহ সাধিত হয় ও দোওয়া সমূহ কবুল হয় এবং ফেরেশতাগণ সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন কিন্তু ইহা একদিনের কাজ নয়। উন্নতি কর। অধিকতর উন্নতি কর। (গভর্মেন্ট ইংরাজী আওর জেহাদ, পৃঃ ১৩)

"আমাদের নীতি এই যে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন হিন্দু প্রতিবেশীকে দেখিতে পায় যে, তাহার গৃহে আগুন ধরিয়াছে কিন্তু তদসত্বেও সেই আগুণ নিভাইবার জন্য সে সাহায্যার্থে আগাইয়া যায় না; তাহা হইলে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আমার শিষ্যদের মধ্যে কেহ দেখিতে পায় যে, কোন খৃষ্টানকে কেহ হত্যা করিতেছে, কিন্তু এতদসত্বেও সে তাহাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সঠিক বলিতেছি যে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।.....আমি হলপ করিয়া বলিতেছি এবং যথার্থ বলিতেছি যে কোন জাতির প্রতি আমার শত্রুতা নাই। অবশ্য যথাসম্ভব তাহাদের আকায়েদ ও ভাব-ধারণার ইসলাহ ও সংশোধন করাই আমার কাম্য। যদি কেহ গাল-মন্দ দেয়, তবে আমাদের অভিযোগ শুধু খোদাতায়ালার দরবারেই থাকিবে, অন্য কোন আদালতে নহে। এবং এতদসত্বেও মানবজাতির সহানুভূতি আমাদের এক অপরিহার্য কর্তব্য।"
(সিরাজে মুনীর, পৃঃ ২৮)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৪ ইং তারিখে মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহুদ তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আলে-ইমরানের ১০৩ হইতে ১০৮ পর্যন্ত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন। নিম্নে ঐ আয়াতগুলির তরজমা দেওয়া গেল :-

[তরজমাঃ—"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া (খোদা ভীতি) উহার সমস্ত শর্ত সমেত এখতেয়ার কর এবং তোমাদের উপর কেবলমাত্র এই অবস্থায় মৃত্যু আসিবে যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পনকারী হইবে। এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না এবং আল্লাহর এহসান যাহা (তিনি) তোমাদের উপর (করিয়াছেন) উহা স্মরণ কর যে, যখন তোমরা (একে অন্যের) দুশমন ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিলেন, যাহার ফলে তোমরা তাঁহার এহসানে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে এবং তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন বিবৃত করেন, যেন তোমরা হেদায়েত লাভ কর। এবং তোমাদের মধ্য হইতে এইরূপ একটি জামাত হওয়া উচিৎ, যাহাদের কাজ কেবল ইহা হইবে যে, তাহারা (লোকদিগকে) পুন্যের দিকে অহ্বান করিবে এবং পুণ্য কথা শিখাইবে এবং পাপ হইতে বিরত রাখিবে এবং এই সকল লোকই কৃতকার্য্য হইবে। এবং তোমরা ঐ সকল লোকের মত হইওনা যাহারা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা (পরস্পর) মতবিরোধ সৃষ্টি করিল এবং এই সমস্ত লোকদের জন্যই (ঐ দিন) বড় আযাব (নির্দ্ধারিত) রহিয়াছে। ঐ দিন কতক মুখ উজ্জল হইবে এবং কতক মুখ কাল হইবে। এবং যাহাদের মুখ কাল হইয়া যাইবে (তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) হাঁ, (এই কথা কি সত্য নয় যে) তোমরা ঈমান আনয়ন করার পরে কাফের হইয়া গিয়াছিলে? অতএব তোমরা কাফের হওয়ার দরুন এই আযাব আস্বাদন কর। এবং যাহাদের চেহারা উজ্জল হইয়া যাইবে তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকিবে—(এবং) উহাতে অবস্থান করিতে থাকিবে।" অনুবাদক]

অতঃপর বলেন :—

কোরআন করীমের যে আয়াতগুলি আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিলাম, ঐগুলি সুরা আলে-ইমরান হইতে গৃহীত ১০৩ হইতে ১০৮ নম্বর আয়াত। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, হে লোকেরা তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ। তোমরা আল্লাহর তাকওয়া এইভাবে কর যাহাতে তাকওয়ার হক আদায় হইয়া যায়। حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون এবং হক কিরূপে আদায় হইবে? لا تموتن الا وانتم مسلمون এইরূপে যে, যতক্ষণ পর্যান্ত না তোমরা এই বিশ্বাস করিবে যে তোমরা পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হইয়া গিয়াছ ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন দিবে না এবং মৃত্যু বরণ করিবে না। অবশ্যই এইরূপ অবস্থায় জীবন দিবে না যে তোমরা মুসলমান হও নাই। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ইহা একটি খুবই বড় মুস্কিলের পদ মর্য্যাদা। যেইভাবে কোরআন করীম প্রকাশ করিয়াছে, তদনুযায়ী তাকওয়ার হক আদায় করা এইরূপ একটি কর্তব্য যাহা জীবনের প্রতি মুহূর্তে সংগে থাকে এবং যাহা এক মুহূর্তও জীবন হইতে আলাদা হয় না। কেননা মৃত্যুর জন্য কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই। কোন মুহূর্ত এইরূপ নাই, যাহার সম্বন্ধে মানুষ বলিতে পারে যে আমি অমুক মুহূর্তে মরিব এবং ঐ মুহূর্তে তাকওয়া এখতেয়ার করিয়া লইব। অতএব শর্ত এত মুস্কিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সজ্জা এত শক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাকওয়ার তত্ত্বাবধানকারী না হইয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত حق تقاته কথাটা পূর্ণ হইতে পারে না। কেননা যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু আসিতে পারে এবং প্রতি মুহূর্ত মানুষকে স্বীয় তাকওয়ার তত্ত্বাবধায়ক হইতে হইবে।

ইহা একটি অদ্ভুদ আয়াত, যাহা বাহ্যতঃ এত মুস্কিল যে ইহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যে কোন মানুষের সাধ্যের বাহিরে। অসাধারণভাবে যদি আল্লাহ কোন বান্দাকে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে তো সে এই কাজ করিতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হয় না যে প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতা আছে যে, সে তাকওয়ার এইরূপ হক আদায় করে যে দিবারাত্রি শয়নে জাগরনে জীবনের একটি মুহূর্তও সে অতিক্রম করে না যাহাতে আল্লাহতায়ালার ভয়ের মধ্যে সে জীবন অতিবাহিত করে না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমরা যখন সম্মুখে অগ্রসর হই তখন আল্লাহতায়ালা এই বিষয়টিকে সহজও করিয়া দিতে থাকেন এবং এইরূপ পন্থা বর্ণনা করিতে থাকেন যাহা গ্রহণ করার ফলে দুর্বল ব্যক্তিরাও এক সীমা পর্য্যন্ত তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহার পরবর্তী আয়াতে তাকওয়ার আরও একটি মান পেশ করা হইয়াছে। واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا যদি তোমরা একটি বিষয়ে কায়েম হইয়া যাও তাহা হইলে খোদাতায়ালার তরফ হইতে তোমাদিগকে এইরূপ বস্তু দান করা হইবে যাহার ফলশ্রুতিতে তোমাদের হিচকি কান্না কবুল করা হইবে এবং তোমাদের দুর্বলতা সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। উহা হইল এই যে واعتصموا بحبل الله আল্লাহতায়ালার

রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর و لا تفرقوا এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। একে অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না। একে অন্যের সহিত থাক এবং সমাজকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিও না।

حبل الله কি? ইহার প্রকৃত ও সঠিক সংজ্ঞাতো এই যে, حبل الله নবীউল্লাকে (আল্লাহর নবীকে) বলা হয়। কেননা বাহ্যিকভাবে আকাশ হইতে তো কোন রজ্জুকে আমরা নামিয়া আসিতে দেখি না, যাহা ধরিয়া কোন মোমেন নিজেকে হেফাজতের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে করে। যাহা কিছু আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়, উহা তো নবীগণের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং নবীগণই لا انفصام لها (ভাঙ্গিতে পারে না এমন মজবুত কড়া বা হাতা) হইয়া থাকেন। মানুষ যদি দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের হাত ধরে, তাহা হইলে উহা যেন খোদার হাত ধরা হয়। বস্তুতঃ বয়াতের ইহাই ফিলাসফি (দর্শন)।

খোদার রজ্জুকে তাহারাই ধরিয়াছিল যাহারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাত ধরিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের হাততো কাটা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ হাত নিজে আলাদা হয় নাই। তাহাদের হাত এইরূপে জোড়া লাগিয়াছিল যে, অতঃপর পৃথিবীর শক্তি ছিল না যে তাহাদের হাতকে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাত হইতে আলাদা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ অন্যত্র এই বিষয়-বস্তুটিকেই ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, لا انفصام لها তাহাদের হাতে এইরূপ কড়া রহিয়াছে যে ঐ কড়া ভাংগিতে পারে না এবং ঐ কড়া হইতে তাহাদের হাত বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কোন অবস্থাতেই ইহা বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বলা হইয়াছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অঞ্চল পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমাদের কোন ভয় নাই। অতঃপর যে কোন মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু আসুক না কেন, আল্লাহতায়ালার নিকট ঐ মৃত্যু তাকওয়ার মৃত্যু বলিয়া গণ্য হইবে।

ইহা আপাতঃদৃষ্টিতে একটি খুবই মুস্কিল বিষয়বস্তু ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার সূক্ষ্ম দিকগুলিও খুবই কঠিন। বস্তুতঃ প্রথম আয়াতে যে হক আদায় করার কথা বলা হইয়াছে একমাত্র মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এবং যাহারা তাঁহার পূর্ণরূপে তাঁহার আনুগত্যে সম্মুখে অগ্রসর হয় ও তাঁহার প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারো পক্ষে উক্ত হক আদায় করা সম্ভবই নহে। কিন্তু স্বীয় সত্ত্বায় এই মোকাম একমাত্র এবং একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম, যাহা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে: و لا تموتن الا و انتم مسلمون

যাহা হউক, তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) গোলামদের জন্য আল্লাহতায়ালা ইহা খুবই সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন এবং এই মৌলিক শর্ত আরোপ করিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন করিও না। যখন

নবীগণ চলিয়া যান তখন নবীগণের পরে তাঁহাদের খলিফাগণ তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং খেলাফতের বয়াত এই জন্যই নেওয়া হইয়া থাকে। খলিফাতো তাঁহার স্বীয় সত্ত্বায় আল্লাহর রজ্জু নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রজ্জুর প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। অতএব প্রকৃতপক্ষে যখন আপনারা খেলাফতের হাতে বয়াতের হাত ধরেন তখন প্রকৃতপক্ষে আপনারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীর আহাদ (প্রতিজ্ঞা) করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়াতো খলিফার আর কোন পদ মর্য্যাদা নাই। যদি ঐ গোলামী অর্জিত না হয়, তাহা হইলে দুই কানা কড়ির মূল্য খলিফার নাই। অতএব যখন এইদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তখন বয়াতের মূল্যও খুব বাড়িয়া যায় এবং বয়াতের জিম্মাদারীও খুব বাড়িয়া যায় এবং এ ব্যাপারে যে সতর্কবাণী রহিয়াছে উহার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হইয়া যায় যে, কোন মানুষ যখন বয়াত করার পরে এইরূপ আচরণ করে যাহার ফলে মত বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় ও হৃদয় ফাটিয়া যায় তখন উহারই খুব বড় এবং বিপদজনক পরিণতি হইতে পারে এবং উহা তাকওয়ার উপর আঘাত হানা হইবে।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা এই বিষয়বস্তুটিকে আরো অধিক সুস্পষ্ট করিয়া এবং অনেক খানি নরমীর সহিত, দয়ার সহিত ও ভালবাসার সহিত বর্ণনা করেন। واذكروا نعمت الله عليكم যদি তোমরা এমনিতে ভীত না হও, তাহা হইলে অন্ততঃ এই কথাটা অনুভব কর যে আল্লাহ তোমাদের উপর কত এহসান করিয়াছিলেন এবং কত বড় পুরস্কার খোদাতায়ালা তোমাদের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং কত বড় ধ্বংস হইতে তোমাদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন! এতটুকুত চিন্তা কর। বুঝানোর বিভিন্ন পন্থা হইয়া থাকে। কোন কোন লোক সতর্কবাণীর মাধ্যমে বুঝিতে পারে। কোরআন করীমের এই নিয়ম যে, উহা সব পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে। যাহার হৃদয় যে প্রকৃতির তাহার হৃদয়ের উপর কোন না কোন প্রভাব সৃষ্টি হইয়া যায়। বলা হইয়াছে, واذكروا نعمت الله عليكم আল্লাহর পুরস্কারের কথা মনে কর। এত আজীমুশশান পুরস্কার খোদা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, তোমরাতো পরস্পরের দুশমন ছিলে। তোমরাতো একে অন্যের প্রতি ঘৃণায় নিমজ্জিত ছিলে। একে অন্যের বিরুদ্ধে তো তোমাদের হৃদয়ে ক্রোধ ও রোষাগ্নি জ্বলিতেছিল।

بين قلوبكم আল্লাহতায়ালা তোমাদের হৃদয়কে ভালবাসা দ্বারা এইভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন فاصبحتم بنعمته اخوانا যে, তোমরা পরস্পরের ভাই ভাই হইয়া গেলে। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তোমরা অসাধারণ ভালবাসার সৌভাগ্য অর্জন করিলে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামদের প্রতি ঐদিকেই ইংগিত করা হইয়াছে।

আরববাসীরা এত কঠোর দুশমনীতে নিমজ্জিত ছিল যে, প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সন্ধি ও বন্ধুত্বের মাপকাঠি ও ভিত্তি ছিল ঘৃণা বিদ্বেষ, যেমনিভাবে আজিকার পৃথিবী ঘৃণা-বিদ্বেষে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা ও মাপকাঠির অর্থ হইল অমুক জাতির বিরুদ্ধে আমাদের বন্ধুত্ব এবং অমুক

দুশমনের বিরুদ্ধে আমাদের বন্ধুত্ব। আরববাসীদের অবস্থা অনুরূপ ছিল। যখন পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছে, তখন অবস্থা এইরূপই হইয়া যায়। বন্ধুত্ব উহার ইতিবাচক অর্থ পরিত্যাগ করে এবং নেতিবাচক অর্থ গ্রহণ করে। কাহাকেও দুঃখ দেওয়ার জন্য বন্ধুত্ব করা হয়। কাহারো উপর জুলুম করার জন্য বন্ধুত্ব করা হয়। কাহারো দুশমনী করার জন্য ঐক্য স্থাপন করা হয়। এই সকল চিহ্ন ধ্বংস ও সর্বনাশের চিহ্ন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে আরব সমাজে খুবই ব্যাপকভাবে এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ আল্লাহতয়ালা বলেন, كنتم على شفا حفرة من النار তোমরা আগুনের দুয়ারে পৌঁছিয়াছিলে, যেমনিভাবে আজকের পৃথিবী আগুনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থাই তদানিন্তন আরবে বিদ্যমান ছিল। বলা হইতেছে, فانقذكم منها সাধারণ নিয়মতো এই যে যখন জাতি সমূহের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যায় তখন তাহারা আর ঐ অবস্থা হইতে প্রত্যাবর্তন করে না। অতঃপর তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। বলা হইয়াছে, ইহা আল্লাহর কত বড় এহসান যে, তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে তোমাদিগকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছেন এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এবং তাঁহার এহসানের দরুন তোমাদিগকে এই ধ্বংস হইতে নিস্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল। كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون এই ভাবে আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টরূপে স্বীয় আয়াত (নিদর্শন) তোমাদের সম্মুখে রাখেন, যাহাতে তোমরা হেদায়েত লাভ কর।

আহমদীয়া জামাতের ক্ষেত্রে ইহা আল্লাহতায়ালার বড় এহসান যে, যদিও অতীতে কোন কোন জামাতে মতবিরোধও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, কোন কোন ঘৃণা-বিদ্বেষও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল এবং ঐক্য মতবিরোধে পরিণত হইতেছিল, এতদসত্বেও এই যে জামাতের উপর দুশমনীর যুগ আসিয়াছে এবং বিশেষভাবে সরকারের পক্ষ হইতে যে হিংসাত্মক মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার ফলে আল্লাহতায়ালা পুনরায় একদফা জামাতের উপর ফজল করিলেন এবং ইহা খুবই একটি আজিমুশশান ফজল। জামাতের ইহা কখনো ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। এইরূপ অনেক জামাত আছে, যাহাদের মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দুশমনি চলিয়া আসিতেছিল, তাহাদের মতবিরোধ দূর হইয়া গিয়াছে এবং পারস্পরিক ভালবাসার সংগে একে অন্যের সহিত প্রীতি ও কোরবানীর মানসিকতা লইয়া মিলিত হইতে শুরু করিয়াছে। বস্তুতঃ বহুল পরিমাণে আমার নিকট রিপোর্ট আসিয়াছে এবং এখনো আসিতেছে যে, যে সমস্ত জামাত সম্বন্ধে মতবিরোধের খবর পাওয়া গেল সেখানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পৌঁছিল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, "দেখ, ইহা কোন ধর্ম এবং আল্লাহতায়ালা স্বীয় ফজলে তোমাদিগকে বিবাদকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং শত্রুতাকারীদের দল হইতে বাহির করিয়া একটি হাতে একত্রিত করিয়াছিলেন। এখন তোমরা এই অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়া যাইতেছ, যখন অন্যেরাও তোমাদের দুশমন হইয়া গিয়াছে। এখন যদি খোদাকেও তোমরা আপন করিয়া না নাও, তাহা হইলে তোমাদের কি রহিবে?" বস্তুতঃ এই সুস্পষ্ট সরল-সহজ কথা যখন জামাতের কানে পৌঁছিল, তখন তাহার যে প্রতিক্রিয়া দেখাইল উহা আশ্চর্যজনক।

কোন কোন ক্ষমাকারীর চিঠিও আমার নিকট আসিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষমা ভিক্ষাকারীর চিঠিও আমার নিকট আসিয়াছে এবং যে কথা তাহারা লিখিয়াছে উহা বর্ণনা করা কঠিন। তাহারা লিখিয়াছে, "দুশমনী ভুলিয়া যাওয়ার ফলশ্রুতিতে এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলশ্রুতিতে

আল্লাহর তরফ হইতে কিরূপে স্বাদ আমরা লাভ করিয়াছি, উহা আপনি ধারনা করিতে পারিবেন না। নিজেদের অজ্ঞতার দরুন বিশ বৎসর ধরিয়া আমরা একে অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিতেছি, ঘৃণা বিদ্বেষের শিক্ষা দিয়াছি এবং পরিবার পরিজনদিগকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি। তাহাদের জন্যও আগুন সৃষ্টি করিয়াছি এবং নিজেদের জন্যও আগুন সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা একটি অদ্ভুত যুগ যে, আল্লাহতায়ালা স্বীয় এহসানের সহিত আমাদের সকল ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করিয়া দিয়াছেন এবং খুবই ভালবাসার সংগে আমরা একে অন্যের সহিত মিলিত হইতে শুরু করিয়াছি।"

বস্তুতঃ গতকালই এক ব্যক্তির চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার আত্মীয় স্বজন, আমার চাচা এবং আরও অন্যান্য আপনজনের সহিত আমার বিষয় সম্পত্তির অংশ লইয়া শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। নামাজতো আমরা একই মসজিদেই পড়িতাম। কিন্তু কখনো আমরা একে অন্যকে 'আচ্ছালামোয়ালাইকুম' বলি নাই। উপরোক্ত ব্যক্তি বলেন, "বর্তমানে যখন (তাহাদিগকেতো সম্ভবতঃ কেহ উপদেশও দান করে নাই'।' তাহাদের নিজেদেরই খেয়াল হইল। আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তাগণও জামাতকে এক হাতে মিলিত করিতেছেন।) দুশমনেরাও আমাদিগকে মারিতেছে এবং আমরাও একে অন্যের ঘৃণার শিকার, তখন ইহাতো চলিতে পারে না। যদি আমাকে নতও হইতে হয় এবং যদি আমাকে আমার হকও ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলেও ক্ষমার ব্যাপারে আমিই প্রথম হাত বাড়াইব। অতএব আমার বুজুর্গ যেইমাত্র নামাজ হইতে অবসর হইলেন, অমনি আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং ক্ষমা চাহিলাম। তিনিও অস্থির অবস্থায় অপেক্ষারত ছিলেন এবং দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে আলিংগন করিলেন। আমাদের চোখের যে অবস্থা ছিল এবং আমাদের হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল, পৃথিবীতে কেহ উহা ধারণা করিতে পারিবে না। উহার মধ্যে এইরূপ আধ্যাত্মিক স্বাদ ছিল যে, খোদার ফজল ব্যতীত উহার সৌভাগ্য কাহারো হইতে পারে না। এই স্বাদের মধ্যে আমি সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম। কেননা আমার আরও একজন আত্মীয় ছিল, যাহার সহিত আমার বিরোধ ছিল। আমি ভাবিলাম যে তিনি নামাজের সালাম ফিরানোর পর আমি তাহার সহিতও সাক্ষাত করিয়া যাইব। ইহা একটি অদ্ভুত যুগপৎ ঘটনা ছিল যে, নামাজের মধ্যে তাহার হৃদয়েও এই একই আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতেছিলাম। তিনি সালাম ফিরাইলেন এবং দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ক্ষমার ব্যাপারে আমিই উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছি, যদিও ফয়সালা প্রথমে আমিই করিয়াছিলাম যে, আমাকেই উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।"

শহরেও এই ঘটনা ঘটিতেছে। পল্লী অঞ্চলেও এই ঘটনা ঘটিতেছে। দূরবর্তী অঞ্চলেও এই ঘটনা ঘটিতেছে। আজাদ কাশ্মীরের ছোট ছোট গ্রামেও এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ইহারা খোদাতায়ালার ফেরেস্তা, যাহারা খোদার তকদীর অনুযায়ী কাজ করিতেছে। আল্লাহর ফজল ও এহসানের সহিত পুনরায় আর একবার ঐ যুগ আসিতেছে যখন খোদাতায়ালার ফেরেস্তাগণ হৃদয়গুলিকে বাঁধিয়া থাকেন। ইহা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। বস্তুতঃ এক ব্যক্তি এই অভিজ্ঞতার পর লিখিলেন যে, "এখনতো এইরূপ মনে হয় যে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর যুগে পৌঁছিয়া গিয়াছি। আমাদের হৃদয় এইভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং নিজ ভাইদের জন্য এইরূপ ভালবাসা সৃষ্টি হইয়াছে যে, ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা পড়িতেছিলাম ঐগুলি হৃদয়ে আসিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

বস্তুতঃ ইহা ঐ বিষয়বস্তু, যাহার প্রতি খোদাতায়ালা প্রথমে ভীতি প্রদর্শন করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং যাহার প্রতি সর্বোচ্চ জিম্মাদারীর প্রতি মনেযোগ আকর্ষণ করেন। অতঃপর খোদাতায়ালা সহজ উপায়ে বলিয়া দেন যে, তোমরাতো এতটুকু করিতে পার যে, যে হাত তোমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে রাখিয়াছ, উহা ফিরাইয়া নিও না। যদি তোমরা কাটা যাও, যদি তোমরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাও এবং যদি তোমাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয়, এই হাত এখন আর ফিরিয়া যাইবে না। যদি

তোমরা এই ফয়সালা কর তাহা হইলে আমি (আল্লাহ) তোমাদের সহিত ওয়াদা করিতেছি যে, তোমাদের সহিত আমি ঐ আচরণ করিব, যে আচরণ ঐ সমস্ত লোকদের সহিত করা হয় যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ولا تموتن الا وانتم مسلمون এই অবস্থায় এখন যে মুহূর্তেই তোমাদের উপর মৃত্যু আসিবে, ঐ মুহূর্ত তোমাদের আরামের মুহূর্ত লেখা হইবে।

অতঃপর তাহাদিগকে আবেগের দুনিয়াতে প্রবেশ করানো হয়। তাঁহাদের সংগে এহসানের কথা বলা হইয়া থাকে যে, কিভাবে তোমাদিগকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে এবং তোমাদের সহিত স্নেহের আচরণ করা হইয়াছে। তোমরা কি এখন এইরূপ না শোকর হইয়া যাইবে যে এই পুরস্কার লাভের পর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে? ইহার পর বলা হইয়াছে যে, যে পুরস্কার তোমরা লাভ করিয়াছ উহা তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিও না। উহা চারিদিকে ছড়াইয়া দাও। এই আদেশ কেবলমাত্র মুসলমানদের জামাতের জন্যই প্রযোজ্য নয়। বরং অমুসলিম সমাজ পর্যন্তও এই সকল পুরস্কার ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা কর। ইহা হইল আল্লাহতায়ালার এহসান। ইহা হইল কোরআন করীমের আশ্চর্যজনক শিক্ষা যে, যে পুরস্কার অবতীর্ণ হয় উহাকে সার্বজনীন করিয়া দেওয়া হয়। মুসলমান সমাজকে প্রথমে এই বিষয়ে যোগ্য করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা নিজেরা এই পুরস্কার গ্রহণ করিবে এবং নিজেরা গ্রহণ করার পর বলা হইয়াছে যে তোমরা ইহার উপর বসিয়া থাকিও না। তোমাদের লক্ষ্য কেবল ইহাই নহে যে তোমরা এইরূপ হইয়া যাইবে। বরং তোমাদের পরিবেশকেও এইরূপ বানাও। বলা হইয়াছে, ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ط اولئك هم المفلحون হে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামেরা! তোমরা এই পুরস্কার খুব লাভ করিয়াছ। এখন এই পুরস্কার তোমাদের সমাজের চতুর্দিকে বিস্তার করিতে চেষ্টা কর। এই প্রেমের ঝরনা জারী করিয়া দাও। কেননা ইহার নাম জান্নাত। তোমাদের মধ্য হইতে একটি দল এই ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ কর যে, লোকদিগকে তোমরা কল্যাণের আহবান জানাইবে। امر بالمعروف করিবে এবং نهى عن المنكر করিবে। واولئك هم المفلحون ইহারাই ঐ সমস্তলোক, যাহারা পরিণামে নাজাত (মুক্তি) লাভ করিবে ও সফলকাম হইবে।

বস্তুতঃ পাকিস্তানের আহমদীদের উপর এই দায়িত্বও বর্তায় যে, যখন খোদা-তায়ালা তাহাদের উপর স্বীয় নেয়ামত নাযেল করিয়াছেন এবং তাহাদের হৃদয়ের মিলন ঘটাইয়াছেন, তখন এই ব্যাপারে তাহাদের খুশী হওয়া উচিত নয় যে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, অন্যেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিতেছে। যাহা তাহাদের তকদীর তাহাতো তাহাদের সংগে আছে। তাহাদের দরুন তোমাদের তকদীরের পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। যাহা হউক, তোমাদের তকদীর উহাই থাকিবে যে, তোমরা অন্যদেরকেও নেকীর দিকে আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের দুঃখে খুশী হওয়ার পরিবর্তে তাহাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করিবে। কেননা কোরআন করীম হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সাফল্যের ইহাই পথ। সুতরাং বর্তমানে পাকিস্তানবাসীরা পারস্পরিক মনোমালিন্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং একে অন্যকে যারপর নাই দুঃখ দিতেছে। মসজিদে এক ফেরকা অন্য ফেরকাকে অত্যন্ত অশ্লীল গালাগালী করিতেছে এবং মসজিদ হইতে খোলাখুলীভাবে

এই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, অমুক ফেরকার লোকদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দাও। তাহা হইলে তোমরা জান্নাতে যাইবে। অমুক ফেরকার ধন সম্পদ লুট করিলে তোমরা জান্নাতে যাইবে। অমুক ফেরকার সম্মানীত ব্যক্তিগণকে অশ্লীল গালাগালি করিলে তোমরা জান্নাতে যাইবে। জান্নাতের অদ্ভুত ব্যবস্থা পত্র বিতরন করা হইতেছে। অতএব এই ব্যাপারে খুশী হওয়ার কোন অবকাশ নাই যে, এইগুলিই পূর্বে তোমাদের (আহমদীদের) বিরুদ্ধে করা হইতেছিল। বরং কোরআন তোমাদিগকে এই আদেশ দান কর যে, তোমাদিগকে যেইভাবে আমি স্বীয় ফজল দ্বারা বাঁচাইয়াছিলাম এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রসাদে তোমাদের উপর নেয়ামত নাজেল করিয়াছিলাম, এখন এই নেয়ামত তোমরা অন্যদের মধ্যে বিতরণ কর এবং তাহাদের সমাজের সংস্কারের জন্যও চেষ্টা কর। অতএব ইহা সমগ্র পাকিস্তানের সকল জান্নাতের উপর ফরজ। ইহা কোরআন করীমের তরফ হইতে আরোপিত ফরজ।

ইহা আমার হুকুম নয় যে, আপনারা সমগ্র পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকেও সংস্কার করার জন্য চেষ্টিত হইবেন। সমাজ সংস্কারের জন্য যতদূর সম্ভব আপনারা প্রাণপণে চেষ্টা করুন এবং ঝগড়া বিবাদকারীদিগকে বুঝান যে, দেখ, খোদার নামে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াইতে নাই। খোদার নামেতো প্রেম ও ভালবাসার বিস্তার সাধন করিতে হয়। তোমরা এক অদ্ভুত ধর্মের অবতারনা করিতেছ যে, সূর্য্যের নামে অন্ধকার নামাইয়া আনিতে আরম্ভ করিয়াছ। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বতে স্ত্রীলোকদিগকে বিধবা বানাইতেছ। শিশুদিগকে এতিম করিতেছ। ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিতেছ। মানুষকে জীবন্ত জ্বালাইয়া দিতেছ। ঘর ও মসজিদগুলিকে বিরান করিতেছ। মসজিদগুলিকে বিধ্বস্ত করিতেছ। ঘর বাড়ীতে তেল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দিতেছ। তোমরা কাহার তরফ হইতে আসিয়াছিলে এবং কাহার তরফ হইতে এখন পয়গাম দিতে শুরু করিয়াছ? তোমাদের দিক নির্দ্দেশনা কি ছিল এবং এখন তোমরা কোন মঞ্জিলের দিকে মুখ ফিরাইয়াছ? কিছুতো খোদার ভয় কর। অন্তর হইতে যে উপদেশ বাহির হয়, তাহা প্রভাব সৃষ্টি করে। আপনারা যদি সমাজের লোকদের নিকট আপনাদের হৃদয়ের আওয়াজ পৌছাইয়া দেন, তবে অনিবার্য্যরূপে তাহারা উপকৃত হইবে। ইনশাআল্লাহ।

বলা হইয়াছে ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات যে তোমরা উপদেশ দাও এবং উপদেশ গ্রহণও কর। কেননা যখন তোমরা উপদেশ দিবে, তখন তোমরা এই ব্যাপারে অধিক যোগ্য হইবে যে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তোমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি অধিক বিকশিত হইবে। আল্লাহতায়ালা মানব স্বভাবের সূক্ষ্ম রহস্য সম্বন্ধে কত আজিমুশশান কথা আমাদিগকে অবহিত করিতেছেন। ইহা অদ্ভুত কালাম! ইহা এইরূপ কালাম যে, পড়িতে পড়িতে কোন মানুষ ইহার প্রেমিক না হইয়া থাকিতেই পারে না। বলা হইয়াছে, আমি যে তোমাদিগকে অন্যের উপর এহসান করিতে বলি, উহা মূলতঃ তোমাদের নিজেদের উপরই এহসান করা হয়।

তোমরা এইরূপ মনে করিও না যে, তোমরা মহসীন (পরোপকারী) হইয়া যাইবে। খোদার তকদীর এইরূপ যে, যাহারা নেক কাজ করে তাহারা তাৎক্ষণিকভাবে তাজা তাজা পুরস্কার লাভ করিতে আরম্ভ করে। কোন নেকীতে খোদা ঋণ রাখেন না। বলা হইয়াছে, অতঃপর তোমরা যখন উপদেশ দিবে, তখন তোমাদের মনে হইবে যে, আফ্‌সোস, এই সকল লোকেরা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় চলিয়া গেল! ইহাদের কি অবস্থা হইয়া গেল! ইহা হইতে তোমরা নিজেরা উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং তোমাদের হৃদয় শক্ত লাভ করিবে এবং তোমরা এই ফয়সালা করিবে لا تكونوا كالذين تفرقوا আমরা তাহাদের মত হইব না, যাহারা বিভেদের পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং وختلفوا যাহারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করিয়াছে। من بعد ما جاءهم البينات অতঃপর তাহাদের উপর খোদার সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযেল হইয়াছিল। واولئك لهم عذاب عظيم এবং তাহাদের উপর মহা বিপদ নামিয়া আসিবে। অতএব ইহাদিগকেও বাঁচাও এবং এই অবস্থা হইতে নিজেরাও বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর।

বলা হইয়াছে, ইহাতো হইবে। কিন্তু কোন কোন লোকদের তকদীরে কোন কোন জিনিষ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। তোমরা যদি চেষ্টা কর, তবে তোমরা উহার পুরস্কার পাইয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদের অদৃষ্টে সাফল্য নাই, যাহাদের তকদীরে হেদায়েত নাই, তাহারা তাহাদের রাস্তায় চলিতে থাকিবে। অতএব তাহারা ব্যর্থ হইবে এবং বিফল মনোরথ হইবে এবং তাহারা বাঁচার কোন পথ পাইবে না। ঐ সময় তাহাদের চেহারা কাল হইয়া যাইবে। তাহাদের চেহারার উপর বিষাদের কালিমা পড়িয়া যাইবে। বলা হইয়াছে, এই বিষাদ তোমাদের নিজেদের কর্মফল। তোমাদিগকে খোদা একটি পুরস্কার দিয়াছিলেন। তোমরা এই পুরস্কারকে অস্বীকার করিয়াছ। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদিগকে ভালবাসার শিক্ষা দিয়াছিলেন। তোমরা এই শিক্ষাকে ঘৃণা বিদ্বেষে পরিবর্তিত করিয়াছিলে। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদিগকে দয়া ও প্রেমের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তোমরা উহাকে ক্রোধ ও রোষাগ্নীতে পরিবর্তিত করিয়াছিলে। উহার ফলশ্রুতিতে সমাজে আযাব সৃষ্টি হওয়া একটা অনিবার্য ব্যাপার ছিল। এখন তোমরা এই অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছ। ইহারই নাম মুখ কাল হওয়া।

কিন্তু তোমরা মনে করিতেছ যে, ইহা একটি খেলা তামাশা এবং ইহার দরুন খোদার অসাধারণ আযাবের তকদীর নাযেল হয় না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, ইহা কোন খেলা তামাশা নয়। ইহা খোদার দৃষ্টিতে ভয়ংকর অপরাধ। এই পৃথিবীতে তোমরা যে শাস্তি পাইতেছ, উহাতো পাইতেছে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে বলিতেছেন, তোমরা যে আযাবকে অস্বীকার করিয়াছিলে যে, এই সকল কাজের দরুন আযাব আসেনা, খোদাতায়ালা বলেন, এখন এই আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এবং দেখ যে এই সকল কাজের দরুন আযাব আসিয়া থাকে। এই যে আযাব, ইহা অন্য আযাব। এক আযাব-

তো হইল এই যে, ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের দরুন সমাজ এমনিতেই দুঃখের মধ্যে নিপতিত হয়। এতদসত্বেও লোকেরা তামাশা করিতে থাকে। বিড়াল যেইভাবে নিজের জিহ্বা চাটে, লোকেরাও অনুরূপভাবে আযাবের মজা গ্রহণ করিতে থাকে এবং মনে করে যে এমনটিইত হইয়া থাকে। আমরা মরিয়াছি। অতএব আমরা মজা পাইয়াছি। ইহারাও কিছু মরিয়াছে। কাজেই ইহারাও মজা পাইয়াছে। একটি খেলা চলিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ জাতি অতঃপর ধ্বংস হইয়া যায়। তাহাদের উপর খোদা আযাবের ফেরেস্তা নামাইয়া দেন। বলা হইয়াছে, তোমরা যে মনে করিয়াছিলে ইহা হইবে না, কিন্তু ইহাও হইবে ; অতএব এখন তোমরা ঐ আযাবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যাহা খোদার তরফ হইতে এমতাবস্থায় নাযেল হইয়া থাকে ! وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ,ঐ সমস্ত লোক যাহাদের চেহারা সাদা—খোদার ফজলে তাহাদের চেহারা উজ্জল হইয়া গিয়াছে, তাহারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে রহিয়াছে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তাহারা সদাসর্বদা আল্লাহর রহমতের মধ্যেই থাকিবে।

পাকিস্তানে বর্তমানে যে সমস্ত চিহ্নাবলী প্রকাশিত হইতেছে, ঐ গুলি খুবই চিন্তা ভাবনার ব্যাপার। আমি যেমন কিনা বর্ণনা করিয়াছি, পারস্পরিক মতবিরোধ কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় অধিকারই হরণ করা হইতেছে না, বরং রাজনৈতিক অধিকারও হরণ করা হইতেছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই ভ্রান্ত-পথ গ্রহণকারীদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে না বরং রাজনৈতিক ব্যাপারেও ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগী বিস্তারকারীদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে। কিছু ভিতর হইতে হইতেছে এবং কিছু বাহির হইতে হইতেছে। বর্তমানে পাকিস্তান খুবই বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা তো কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু যাহাদিগকে খোদাতায়ালা দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন, তাহারা দেখিতেছে যে কোন্ দিকে পাকিস্তান ধাবিত ও কোথাও পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং উহার পরে কি রহিয়াছে। যেহেতু আহমদীয়া জামাতের দায়িত্ব রহিয়াছে যে জাতিকে সর্বপ্রকারের ধ্বংস হইতে তাহারা বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে, অতএব বর্তমান সময় এইরূপ নহে যে আপনারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, এবং যেহেতু আপনাদের উপর জুলুম করা হইয়াছে, অতএব আপনারা এইজন্য খুশী হইবেন যে এখন তাহারা মার খাইতেছে এবং ইহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

কোরআন করীমে এইরূপ আযাবেরও খবর দেয়, যাহা জাতীয় আযাব হইয়া থাকে। ইহাতে পাপীদের সহিত পুণ্যবানেরাও দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে অবস্থায় পাকিস্তান গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং আরও সম্মুখে পৌঁছিতেছে, উহা এইরূপ আযাবের খবর দিতেছে, যাহাতে জাতীয় পর্য্যায়ে আযাব আসিয়া থাকে। অতঃপর কোন কোন সময় ভাল মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না, যাহা সাধারণ অবস্থায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। একটি পার্থক্য তো নিশ্চয়ই করা হইবে। উহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহা আহমদীয়াতের

সত্যতার সংগে সম্পৃক্ত। আহমদীয়াতের সংগে খোদার নৈকট্যের সম্পর্ক রহিয়াছে। স্বীয় নেক বান্দাদিগকে খোদাতায়ালা অন্যদের সহিত নিশ্চয়ই পার্থক্য করিয়া দিবেন। ইহাতে তো কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় পর্য্যায়ের আযাবে নেক বান্দারাও নিশ্চয় দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকেন। আরো একটি কষ্ট নেক ব্যক্তিরা পাইয়া থাকেন যখন তাহারা নিজেদের ভাইদিগকে দুঃখে নিপতিত দেখিতে পান। তখন সব চাইতে অধিক কষ্ট এই নেক বান্দারাই অনুভবন করেন। অতএব এই ব্যাপারে আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। যে পুরস্কারে আল্লাহ-তায়ালা আপনাদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, উহা অন্যদের নিকট পেঁৗছান এবং তাহাদিগকে সাবধান করুন ও তাহাদিগকে বলুন যে, তোমরা যে পথ গ্রহণ করিয়াছ, উহা ঠিক পথ নহে। তোমাদের দিন আর অল্পই বাকী আছে। অতএব ভয় কর এবং তাকওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন কর। কিন্তু আফসোস, সেই স্থান (পাকিস্তান) হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে, ঐগুলি এইরূপ সংবাদ নহে যদ্বারা মানুষ প্রশান্তি লাভ করিতে পারে। প্রত্যাবর্ত্তনের পরিবর্তে তাহারা কোন কোন ব্যাপারে আরো অধিক সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে।

বস্তুতঃ আজই টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের গুজরানওয়ালার মসজিদে মৌলভীরা নিজেরাই উপরে উঠিয়া কাল কালী লেপন করিয়া কলেমা মুছিয়া ফেলিয়াছে। এই ঘটনার ছবিও আমার নিকট পৌছিয়াছে। ইহা কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। ইহারা খোদার কোন ভয় করিল না এবং ইহারা কোন লজ্জা করিল না যে তাহাদিগকে কোন্ লোকদের মধ্যে গণ্য করা হইবে? কলেমা নিশ্চিহ্নকারীদের উপর যখন এই অবস্থায় মৃত্যু আসিবে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে কে বলিতে পারে যে لا تموتن الا وانتم مسلمون এর হক্ তাহারা আদায় করিয়া দিয়াছে? তাহারা নিজেদের হাত দ্বারা কাল রং লেপিয়া এই সাক্ষ্যকে মুছিয়া দিয়াছে যে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসুল।' আহমদীরা পুনরায় অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ঐ কলেমা মসজিদে লিখিয়া দিয়াছে। তাহাদের ইহাই করণীয় ছিল এবং তাহারা ইহাই করিবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা আহমদীদিগকে কলেমা পড়া হইতে বা কলেমা লেখা হইতে বিরত করিতে পারে। তোমাদের বাক্সের মধ্যে যে সমস্ত শাস্তি মওজুদ রহিয়াছে নির্দিধায় ঐ গুলি বাহির করিতে থাক। কোন অবস্থাতেই আহমদীরা কলেমা হইতে হটিবে না। যদি কোন সরকারের বা কোন জাতির মস্তিষ্কে এইরূপ কুধারণা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এইরূপ কুধারণা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দাও। বস্তুতঃ তাহারা (আহমদীরা) কলেমা লিখিয়াছিল এবং লিখিয়া ঠিকই করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি আমার ইহাই নির্দেশ ছিল। বরং আমার নির্দেশের প্রশ্নই উঠে না। তাহারা আমার নির্দেশ তো কলেমার দরুণই মানিয়া থাকে। কলেমার সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের

দৃষ্টিতে আমিই বা কি বস্তু? অতএব, প্রত্যেক আহমদী অনিবার্য্যরূপে কলেমা পড়িবে, কলেমা লিখিবে, কলেমা তাহার নিত্যসংগী হইবে এবং তাহারা জীবনের প্রতি শিরায়-উপশিরায় কলেমার শিহরণ তুলিবে।

বস্তুতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে এখন সরকারের নিকট বাকায়দা মোকদ্দমা রজু করা হইয়াছে যে, আহমদীরা কলেমা লিখিয়া মুসলমানে পরিণত হইতেছিল, অতএব এই অপরাধে তাহাদের তিন বৎসরের শাস্তি হওয়া উচিত। তাহাদের কথা সত্য যে, আহমদীরা কলেমা লিখিয়াছে। ইহাতে কোন মিথ্যা নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট কোন সাক্ষী নাই। রাত্রে কেহ লিখিয়াছিল। অতএব যদি ঘটনা সত্য হয় তথাপি তাহাদের অভ্যাস এইরূপ যে, তাহারা উহার সহিত মিথ্যার মিশ্রণ নিশ্চয় ঘটাইয়া দিবে। বস্তুতঃ তাহারা তিনজনের নাম বাছিয়া লইল যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষ্য দিব। হতভাগ্য জাতির অদ্ভুত অবস্থা হইয়া গিয়াছে যে সৌভাগ্যক্রমে যদি সত্য বলার সুযোগও হাতে আসিয়া যায় উহাও তাহারা হারাইয়া ফেলে। তাহারা বলিতে পারিত যে, কেহ লিখিয়াছে। ইহা সত্য কথা। আমরা অনুসন্ধান করিব কিন্তু তাহারা নিজদিগকে এই অতিরিক্ত অভিসম্পাতেও নিপতিত করিল যে, যাহারা কলেমা লিখে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিল। কিন্তু তাহারাও যখন আদালতে পেশ হইবে তাহারা বলিবে যে, যদিও আমরা লিখি নাই, এখন আমরা লিখিতে প্রস্তুত আছি। এখনই আমরা তোমাদের সামনে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রসুল। এই কলেমা পড়িয়াই আদালতে তাহাদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।

অতএব যদি জাতি (পাকিস্তান) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহা করুক। এমতাবস্থায়তো তাহাদের নিকট জেলও কম থাকিয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে আরো জেলখানা বানাইতে হইবে। কিন্তু যে ধরনের মতবিরোধ বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমার ভয় হয় যে আমাদের পশ্চাতে আরো অনেক লোক আসিয়া পড়িবে যাহাদের বিবেক পিষ্ট হইয়াছে এবং যাহাদের মুখে তোমরা তালা লাগাইয়াছ। ইহাতো এখন বন্ধ হইয়া যাওয়ার ব্যাপার নয়। অতএব, যাহা কিছু হওয়ার তাহাতো হইবে। কিন্তু একজন আহমদী এই অবস্থায় মরিবে না যে তাহারা কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতেছে; হাঁ, এই অবস্থায় জীবন দিবে যে কলেমা লেখার সময় তাহার উপর হামলা করা হইয়াছে এবং কলেমা লেখার দরুন তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহা ঐ মোকাম যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্-তায়ালা বলেন, لا تموتن الا و انتم مسلمون হে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামেরা! তোমরা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করিয়াছ। যদি তোমাদের হাত কাটাও যায়, তথাপি এই হাত ছাড়িও না। যদি তোমাদের শির দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তথাপি এই হাত ছাড়িও না। যদি তোমাদের গর্দান কাটা হয়,

তথাপি এই হাতের সহিত সংযুক্ত থাকিও। তাহাহইলে খোদার কসম, আকাশের খোদা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তোমরা যদি এমতাবস্থায় মারা যাও তবে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি অনুপরমাণু এই সাক্ষ্য দান করিবে যে তোমরা মুসলমান, তোমরা মুসলমান, তোমরা মুসলমান! অভিশপ্ত তাহারা যাহারা কলেমা বিধ্বংস করার সময় মারা গিয়াছে। যাহারা কলেমা বিধ্বংস করার সময় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাহারা যদি এমতাবস্থায় মারা যায়, খোদার ফেরেশতাগণ তাহাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকিবে।

সুতরাং ইহা এক অদ্ভুত জাতি এবং ইহা এক অদ্ভুত সরকার। ইহারা ঐ অভিসম্পাত নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইতেছে, যাহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কার কাফেরদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। যখন মানুষ একবার ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তখন সে ভুলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এইরূপ অবস্থানে গিয়া পৌঁছিয়া যায়, যেখানে মুখের কালিমা সম্মুখেই দৃষ্টিগোচর হইতে শুরু করে। ঐ সকল হাত যে কলেমার উপর কালী লেপন করিতেছে, উহাতো ঐ কালী যাহার সম্বন্ধে কোরআন করীমে বর্ণনা করা হইয়াছে, اسودت وجوههم। এই কালী দ্বারাই কেয়ামতের দিন এবং এই পৃথিবীতেও তোমাদের মুখ কাল করা হইবে।

অতএব কোন আহমদী কলেমা লেখা হইতে বা কলেমা পড়া হইতে বিরত হইবে না। ইহা আমার পয়গাম। যদি পাকিস্তানের সকল আহমদী কারাগারে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেইখানে বাহিরের আহমদীরা যাইবে ও তাহারা কলেমা পড়িতে পড়িতে সেইখানে প্রবেশ করিবে! কিন্তু তাহারা কলেমা পড়া বন্ধ করিবে না। এই ব্যাপারে আমরা তোমাদের সংগে কোন প্রকারেই সহযোগিতা করিতে পারি না। অতএব তোমরা এই ধারণা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দাও। আল্লাহতায়ালা হেফাজত করুন। আপনারা নিজেদের ভাইদের জন্যও দোওয়া করুন এবং ঐ সমস্ত জালেমদের জন্যও দোওয়া করুন, যাহারা নিজেদের তকদীরকে এত অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাদের জন্য আলোর কোন রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যেই কালির কথা কোরআন করীমে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহারা সেই কালি নিজেদের মুখে মাখিয়া বসিয়াছে। আল্লাহতায়ালা ফজল করুন। ইহারা যদি বিরত না হয়, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে বলিয়া দিতেছি যে এই জাতিকে নিজ দেশের জালেমদের নিকট নহে, বরং অন্য দেশের জালেমদের নিকট সোপর্দ করা হইবে। কেননা কোরআন করীম ইহা বলে যে, যখন জুলুম সীমা লংঘন করে তখন তোমাদের উপর জল্লাদ ও রক্তপাতকারী অত্যাচারীকে নিয়োগ করা হয়। এই জন্য ইহা অত্যন্ত ভয়ের ও বিপদের পরিস্থিতি। আল্লাহতায়ালা দয়া করুন এবং ইহাদিগকে নাজাত (মুক্তি) দেওয়ার তৌফিক তিনি আহমদীদিগকে দান করুন। আমীন।

(সাপ্তাহিক 'বদর' ৭ই ফেব্রুয়ারী, '৮৫ইং)

অনুবাদ: জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া**

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ সমূহের খণ্ডন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডন মসজিদে প্রদত্ত খোৎবা সমূহের সারসংক্ষেপ

ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপবাদ খণ্ডন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

(১৫ই ফেব্রুয়ারী '৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত)

তাশাহুদ, তায়াওউজ, সূরা ফাতেহা এবং সূরা হজ্বের ৪০ ও ৪১ নং আয়াত তেলাওয়াত করার পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেনঃ

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেত পত্রে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে সকল দোষারোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জেহাদ নিষিদ্ধ বা রহিতকরণের ঘোষণা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উহাতে বলা হয়েছে যে, তিনি যেহেতু ইংরেজদের প্রতিনিধি বা এজেন্ট ছিলেন সেজন্য তিনি জেহাদকে রহিত বলে ঘোষণা করেন। এ অপবাদটির অনেকগুলি দিক বিবেচনা সাপেক্ষ্য। সর্বপ্রথম তো এই যে, ইংরেজদের স্বার্থ বা উদ্দেশ্যাবলী কি ছিল এবং সেগুলি তিনি কিরূপে চরিতার্থ করলেন? দ্বিতীয়তঃ জেহাদ রহিতকরণের ঘোষণা কিরূপ অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে করলেন এবং ইংরেজরা কি ধরণের আশংকাবলীর সম্মুখীন ছিল এবং তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি ছিল? দোষারোপটিতে আদৌ কোন যৌক্তিকতা ও সত্যতা আছে কিনা--উল্লিখিত বিষয়গুলির পর্যালোচনা করলেই তা সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথাতো হলো এই যে, ইংরেজদের লক্ষ্য বা স্বার্থ সম্ভবতঃ এই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তৎকালীন মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেন ইংরেজদের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে এবং সংগ্রামে লিপ্ত না হয়। উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে অবস্থা উদ্ভাবনের জন্য জরুরী ছিল, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী ইংরেজদের ইংগিতে নিজের এমন কোন রূপ ও রং ধারণ করতেন যার দরুণ তিনি মুসলমানদের মধ্যে বরং এই উপমহাদেশে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির নিকট বিরোধের পাত্র ও শত্রুতার লক্ষ্য-বস্তু না হয়ে বরং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বরণীয় হয়ে উঠতে পারতেন। লক্ষণীয় বিষয় তো এই যে, উক্ত উদ্দেশ্য সফলের জন্য ইংরেজরা যদি জেহাদ রহিত করণের ঘোষণা করাতে চেয়েছিল তাহলে তাদের পক্ষে এটা অসম্ভব ছিল যে, মির্যা সাহেবের দ্বারা এমন সব দাবীও করাতো যেগুলির কারণে পরিস্থিতি এমনই ডিগবাজী খেতো যে, পর তো পরই আপনজনও তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াতো। এমতাবস্থায় তাঁর কথা কে-ই বা গ্রহণ করতো? এর চাইতে অজ্ঞতা এবং আহম্মকি আর কি হতে পারে? আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদী এই অতি বুদ্ধিমানেরা বলতে চায় যে খৃষ্টানেরা হযরত মির্যা সাহেবের দ্বারা নিজেরাই যেন নিজেদের কল্পিত খোদার অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করালো! উম্মতি নবীর দাবী করিয়ে মুসলমানদেরকে তাঁর বিরোধী করালো। তেমনিভাবে ইংরেজরা তাঁকে দিয়ে আরও এমন সব দাবী করালো, যেগুলির ফলে তিনি শিখ, আর্য সমাজী ও সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ ও পার্সীদেরকেও নিজের বিরোধী করে নিলেন এবং ইংরেজরা তাঁকে দিয়ে এমন সব কটু কথ বলালো যেগুলি সমকালীন সকল ধর্মাব-

লম্বীর নিকট অপ্রিয় বলে বোধ হলো! বরং বলতে পারেন, সমগ্র জগতই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো, যেমন কিনা সাধারণ ভাবেই একজন আল্লাহ প্রেরিত ব্যক্তির আগমনে ঘটে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংরেজরা তাঁর দ্বারা ঐ জাতীয় দাবী করাবার পর প্রত্যাশা করলো এই যে, তিনি যখন জেহাদ রহিত করণের ঘোষণা করবেন তখন তা সবাই মেনে নিবে! এ যে কত বড় আহম্মকি চিন্তা-ধারা তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

তারপর দেখার বিষয় হলো এই যে, ঐ সময়ের অবস্থাবলী কি ছিল। তখন পাঞ্জাবে শিখদের অরাজকতার যুগ ছিল। মুসলমানদের উপর সকল প্রকার অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছিল এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করা হয়েছিল। ঐ সময়কার উক্ত অবস্থাটি জনাব মাসুদ আহমদ নাদভীও বর্ণনা করে বলেছেনঃ "এই সকল নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে ছিল একমাত্র ইংরেজ জাতি; এমতাবস্থায় সেই ইংরেজদেরই বিরুদ্ধে মুসলমানেরা কি করেই বা জেহাদে লিপ্ত হওয়ার অভিলাষী হতে পারতো?!" হুজুর আরও বলেন, যে মুসলমানেরা শিখদের মোকাবেলা করতেই অক্ষম ছিল এবং তাদের জুলুম অত্যাচারে জর্জরিত ছিল—সে সব মুসলমানের ব্যাপারে ইংরেজদের কিসেরই বা ভয় ছিল? আর যখন ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম হলো তখন মুসলমানেরা তাদেরই বদৌলতে অত্যাচার মুক্ত হলো। সেইদিক থেকে বিচার করলে জেহাদের এ দৃষ্টিভঙ্গিটিই সামনে আসে যে, 'আমাদেরকে যেহেতু তোমরা (ইংরেজরা) অত্যাচার থেকে উদ্ধার করেছো, সেজন্য এখন তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ করবো।'

অন্যদিকে পাদ্রীরা জেহাদ সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত-মতবাদ ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের নিন্দা করে বেড়াচ্ছিল এবং এইরূপে তারা ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের পথে বিরাট অন্তরায় দাঁড় করেছিল। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছিলেন তা ছিল তরবারির দ্বারা জেহাদের সেই বিকৃত মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীটি, যা কিনা মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করছিল। অন্যথা, সাক্ষাৎভাবে স্বয়ং জেহাদ তো কখনও বাতিল বা রহিত হতেই পারে না। বাস্তবিকপক্ষে সত্য এই যে, তলোয়ারী জেহাদের জন্য কতকগুলি শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। কুরআন করীমে শুধু ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধেই তলোয়ারযোগে জেহাদ করার আদেশ দান করা হয়েছে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অযথা লড়াই করে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় (সুরা বাকারা ১৯১)। মোটকথা, জেহাদ শুধু তলোয়ারের জেহাদই নয় বরং ইহার কয়েকটিই বিধিবদ্ধ পন্থা আছে যেগুলি সদাসর্বদা খোলা রয়েছে। যেমন, ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের জেহাদ, খেদমতে-দ্বীনের জেহাদ; দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলীর দ্বারা জেহাদ করা ইত্যাদি।

জেহাদ নিষিদ্ধ করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর আরও বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জেহাদ সম্বন্ধে (এক শ্রেণীর আলেমদের দ্বারা প্রচারিত) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদটিকেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। অন্যথা, জেহাদতো কোন না কোন প্রকারে সর্বদাই কায়েম থাকে এবং জেহাদ হলো কয়েক প্রকারের। পাদ্রী ইমাদ উদ্দিন (যিনি খৃষ্টান হওয়ার পূর্বে আগ্রার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন) জেহাদ সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদের উপর যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন সেগুলো খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এ উত্তরই দিয়েছিলেন যে, ইসলামে জেহাদ তখনই বিধিবদ্ধ

করা হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চরম পর্যায়ে অকথ্য জুলুম-অত্যাচার চালানো হয়েছিল এবং ইসলামকে ধর্ম হিসাবে যখন শত্রুরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল এবং জনসাধারণকে ধর্মগ্রহণে জোরপূর্বক বাধা দিয়েছিল। কিন্তু আজিকার মৌলভীরা ঐ সব কারণ ব্যতিরকেই শুধু অমুসলিম হওয়ার দরুন কাউকে কতল করে দেওয়াটাকে জেহাদ বলে মনে করে, যদ্বারা প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি ও হীন স্বার্থকেই চরিতার্থ করতে চায়। জেহাদ সম্পর্কিত উক্ত মতবাদটিকেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ইসলামের শিক্ষানুযায়ী নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে এ ধরনের জেহাদকে এখন জায়েজ বলতে পারে এমন কেউ আছে কি? হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন যে তলোয়ার যোগে জেহাদের সুন্নতটি (তৎকালীন পরিস্থিতিতে) ইহার বিধিবদ্ধ কারণ সমূহের অনুপস্থিতি বশতঃ কায়েম থাকলো না এবং শত্রু যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালায় না সেজন্য আমাদের পক্ষেও তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালানো নাজায়েয।

তবলীগের জেহাদ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন যে, "জেহাদ এখন ইহার রূহানী রূপ গ্রহণ করেছে। এবং তা হলো প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের কলেমাকে গৌরবান্বিত করা। এছাড়াও হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন যে, শেষযুগে যখন প্রতিশ্রুত মসীহ আসবেন তখন তিনি যুদ্ধকে রহিত বলে ঘোষণা করবেন (বোখারী, মুসলিম)। অতএব, এখন তলোয়ার যোগে জেহাদের অবসান ঘটেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালা অন্য রকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটান।" হুজুর বলেন যে এ সকল অকাট্য ও বাস্তব সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে কি? বস্তুতঃ আহমদীয়াতের এ সকল বিরুদ্ধবাদীরা মিথ্যা কথা বলে যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যদি জেহাদ নিষেধ না করতেন, তাহলে মুসলমানেরা তখনই ইংরাজ সরকারকে উৎখাৎ করে দিতে পারতো। কেননা তৎকালীন সকল শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য উলামা ও শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতারা এ ফতোয়াই দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ তখন 'দারুল হরব' ছিল না (যেখানে যুদ্ধ করা ফরজ), বরং ইহা ছিল 'দারুস-সালাম' (যেখানে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ) এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন হারাম বলে তারাও ফতোয়া দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌঃ আহমদ রেজা খান বেরেলভী এবং হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের ন্যায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা রয়েছেন, যাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, "ইংরেজ সরকার যদিও ইসলাম অস্বীকারকারী কিন্তু তারা মুসলমানদের উপর জুলুম করে না, তারা আমাদের পথে বাধা স্বরূপও নয়। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে কিসের জেহাদ?!" তেমনিভাবে মৌলানা শিবলী নো'মানীও মুসলমানদের জন্য সর্বদা ইংরাজ সরকারের প্রতি ওফাদারী ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করাকেই ইসলামী শিক্ষাসম্মত আচরণ ও উহার সঠিক আদর্শ বলে আখ্যায়িত করেছেন। খাজা হাসান নেজামীও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের পক্ষপাতী ছিলেন না, কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে তারা প্রতিবন্ধক হয় না। তেমনিভাবে মালেক মোঃ জা'ফর এডভোকেট আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে তার প্রণীত পুস্তকে বিভিন্ন উলামা—যেমন, পীর মেহের আলী শাহ, মৌলানা সানাউল্লাহ ও মৌলভী মোঃ হুসেন বাটালবীর বহু উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করে সাব্যস্ত করেছেন যে, তারা সকলে জেহাদ সম্বন্ধে অবিকল মির্যা সাহেবের দৃষ্টি-ভঙ্গিরই অনুরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গী পেশ করেছিলেন।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অন্যতম শোরেশ কাশমীরীও তার পুস্তকে এ ধারণারই উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজদের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান ছিলো দারুল-ইসলাম, 'দারুল-হারব' ছিল না—যেখানে

জেহাদ ওয়াজেব হয়ে থাকে। তিনি মক্কা-মুয়াজ্জিমার মুফ্‌তীদের কথাও উল্লেখ করেন যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তেমনিভাবে শাহ ফয়সাল ফতোয়া দিয়েছেন যে শান্তি ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই (জেহাদ) করা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে কঠোর ও উগ্রপন্থী হলেন মৌঃ মওদুদী, কিন্তু তিনিও ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বলেন যে হিন্দুস্থানে যখন ইংরেজরা ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাৎ করতে তৎপর ছিল তখন উহা 'দারুল হরব' ছিল কিন্তু যখন তাদের রাজত্ব স্থাপিত হলো তখন এদেশ 'দারুল হর্‌ব' ছিল না।

তারপর, বর্তমানকালের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জালালাতুলমুল্‌ক শাহ ফয়সাল—তিনিও জেহাদের অন্তর্নিহিত অর্থে ব্যাপকতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন, 'জেহাদ শুধু তরবারী উত্তোলনের নামান্তর নয়। বরং খেদমতে-দ্বীন ও ইসলামের আহকাম মেনে চলার নামও জেহাদ।'

এই সকল উল্লেখযোগ্য অভিমতের বিদ্যমানতায় এখন ঐ সকল আলেমদের মাথা লোকাবার স্থান কোথায় যারা জেহাদকে একমাত্র তলোয়ারের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলে নির্ধারণ করেন? যদিও মওদুদী সাহেবের ন্যায় আলেমরা অবশ্য দৈততার পথ অবলম্বন করেছেন কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের জাহের ও বাতেন উভয়ই এক ও অভিন্ন ছিল।

অদ্ভুত ধরনের উলামা ছিলেন যারা সরকারের উদ্দেশ্যে তো অবিকল সে ফতোয়াই দিচ্ছিলেন যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দিয়েছিলেন কিন্তু জনসাধারনের সামনে দাঁড়িয়ে আবার সে একই ফতোয়ার কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে দোষারোপ করছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সরকারের উদ্দেশ্যেও তাই বলেছেন যা তিনি জামাতের সামনে শিক্ষা হিসাবে পেশ করেছেন। যা অন্তরে ছিল, অবিকল তাই বাহিরেও প্রকাশ করেছেন। তিনি সদা জেহাদে কায়েম থাকেন এবং কার্যতঃ জেহাদ জারি রাখেন এবং উপমহাদেশটিকে তখনও 'দারুল-হরব' বলেই আখ্যাত করেন—এ অর্থে যে, এ দেশ খৃষ্টান পাদ্রীদের মোকাবেলায় দারুল-হরবই বটে এবং তাদের মোকাবিলায় 'কলমের জেহাদ' অবশ্যই জরুরী।

হযরত মির্যা সাহেব মহারানী ভিকটোরীয়ার প্রশংসা করেছেন বলে দোষারোপ করা হয়। এই প্রশংসা জায়েয ছিল কি নাজায়েয সেই প্রশ্নটি যদি উপেক্ষাও করা হয় তথাপি এই সকল আলেমের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি মহারানী ভিকটোরীয়াকে ইসলামের পয়গাম পেঁৗছাবার তওফিক পেয়ে ছিলেন? হযরত মির্যা সাহেব ইসলামের পয়গাম এত উত্তমরূপে এবং এত জোরদার ভাবে পেঁৗছিয়েছেন, যেমন কিনা পয়গাম পেঁৗছিয়ে দেওয়ার হক ছিল। তিনি মহারানীর আদৌ কোন তোষামোদ করেন নি, বরং খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর আকায়েদ ও ধর্মবিশ্বাসসমূহ থেকে তৌবা করার জন্য তাকে বলিষ্ঠ ভাষায় উপদেশ দেন ও উদ্বুদ্ধ করেন। সুতরাং হযরত মির্যা সাহেবের এই জাতীয় মুজাহিদসুলভ অকৃত্রিম ইসলাম-সেবাই ছিল যেজন্য সত্যপ্রিয় বিজ্ঞ আলেমরা আভিভূত না হয়ে পারেন নি।

সুতরাং পাকিস্তানের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক শেখ মোহাম্মদ আকরাম সাহেব 'মওজে কওসার" নামীয় গ্রন্থে এ বাস্তব সত্যটিকে অকপটরূপে স্বীকার করেছেন এবং খোলাখুলিভাবে তা তুলে ধরে এ মন্তব্য রেখেছেন যে "মুসলমানরা তো জেহাদের শুধু হেয়ালি ও কাল্পনিক দাবীই করে থাকে, কার্যতঃ তলোয়ারের জেহাদও করে না এবং তবলীগের জেহাদও করে না। কিন্তু আহমদীরা ইসলামের তবলীগের জেহাদটিতে কার্যতঃ পুরাপুরিভাবে মশগুল ও তৎপর রয়েছেন।"

মৌলানা মওদুদীর জেহাদ সম্পর্কে মতবাদের উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, এ সম্বন্ধে বলার পূর্বে ইউরোপের একজন খৃষ্টান প্রাচ্যবিদ মেজর আসবর্ণের জেহাদ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি প্রথমে আপনাদের গোচরে আনতে চাই। তিনি তাঁর Islam Under The Muslim Rule গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শুরুর দিকে তো একথাই বলেছিলেন যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নেই। ' কিন্তু পরে সাফল্য ও বিজয়ের নেশায় মত্ত হয়ে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন (নউযুবিল্লাহ—অনুবাদক) এবং আরববাসীরা এক হাতে কুরআন এবং আর এক হাতে তলোয়ার নিয়ে দগ্ধিভূত শহরগুলির অগ্নিশিখা এবং এবং বিধ্বস্ত পরিবারগুলির আর্তনাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধর্মকে বিস্তার করলো।"

হুবহু একই দৃষ্টিভঙ্গী মৌলানা মওদুদী সাহেবও পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরবকে ইসলামের আহ্বান জানাইতে থাকেন।.....যুক্তি-প্রমাণ দেন, বাগ্‌নিতপুর্ণ তেজস্বী ভাষায় শিক্ষা দেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে বিস্ময়কর মোজেযা প্রদর্শন করেন, সদাচার ও স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা পুণ্যের শেরা আদর্শ পেশ করেন।.....কিন্তু ওয়াজ-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক যখন তরবারি হাতে তুলিয়া নিলেন ... তখন মানুষের মন হইতে ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুষ্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল,.....মনের গ্লানি পরিষ্কার হইয়া চক্ষু আবরণমুক্ত হইল, সত্যের আলো দৃশ্যমান হইল.....। আরবের ন্যায় অন্য দেশগুলিও এত তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর একচতুর্থাংশ মুসলমান হইয়া পড়িল। ইহার একই কারণ ছিল যে, ইসলামের তরবারি হৃদয়ের উপরিস্থিত সকল আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।....." (আল-জিহাদ ফিল ইসলাম, ১৩৭-১৩৮ পৃঃ)

কি ভয়ানক ও পাষব দৃষ্টিভঙ্গী!! এতে যা বলা হয়েছে তার অন্তর্নিহিত অর্থ সুস্পষ্টতঃ এই দাঁড়ায় যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর 'কুওয়াতে-কুদসিয়া (পবিত্র করণ শক্তি) এবং ইসলামের সর্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষার যেন কোনই প্রভাব ছিল না এবং ইসলামের তলোয়ারই যেন আসলে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ও একমাত্র প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। ইহার মোকাবেলায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কি বক্তব্য রেখে গেছেন? তিনি লিখিছেন :

"আরবের মরুদেশে এ যে পরম আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটেছিল, যখন সে দেশের লক্ষ লক্ষ (আধ্যাত্মিক) মৃত অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জিন্দা হয়ে গেল—মহা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠলো! বংশপরাম্পরায় যারা বিকারগ্রস্থ ছিল তারা পবিত্র হয়ে এলাহী রঙ ধারণ করলো! অন্ধ দেখতে আরম্ভ করলো! যারা বোবা ছিল তাদের মুখ দিয়ে স্বর্গীয় তত্ত্বাবলী উৎসারিত হলো! জগতে এমন এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হলো যা পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। এমনকি, কেউ শুনেছে বলেও জানা যায় না। কিন্তু ইহা

(অবশিষ্টাংশ ৩৫-এর পাতায়)

পশ্চিমে সূর্যোদয়

(ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

৫ই এপ্রিল শুক্রবার। জুমআর নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে জলসাগাহতে উপস্থিত হলাম। লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। জলসাগাহের পার্শ্ববর্তী ময়দানে অসংখ্য গাড়ীর আড্ডা। জীবনে এত কার একত্রে আর কখনও দেখিনি। যথাসময়ে হুজুর আকদাস (আইঃ) জুমআর খুৎবা দিলেন। এবং পরে জমা করে নামাজ পড়ালেন। নামাজের পর সামান্য বিরতি দিয়ে জলসার কাজ শুরু হল। হুজুর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে ঐ দিনকার মত জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। মাগরিব ও এশার নামাজ জলসাগাহতে হুজুর পড়ালেন। শেষ রাত্রে জলসার জন্য নির্মিত মার্কিতে তাহাজ্জুদ নামাজ অনুষ্ঠিত হল। অসংখ্য মানুষের দোওয়া-দরুদে মুখরিত হয়ে উঠল দীর্ঘদিন যাবত বিরান করে থাকা মাঠটি। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আর তীব্র শীত উপেক্ষা করে আল্লার প্রেমিকরা ছুটে এসেছেন জলসাগাহতে। দমকা হাওয়ায় সারি সারি পাইন ও ওক গাছগুলি যেন ভক্তদের সংগে তাল মিলিয়ে ঝির ঝির শব্দে তসবিহ করে চলেছে। নব দিনের আগমন লগ্নে পূর্ব দিকে মুখ করে (যেহেতু লণ্ডন থেকে কাবা পূর্বদিকে অবস্থিত) হুজুরের পিছনে ফজরের নামাজ পড়লাম। প্রাচ্য পাশ্চাত্তের মানুষ এক কাতারে এক নেতার পিছনে সমবেত হয়ে বিশ্ব প্রভুর জয়গান করছে! লিল্লাহিল মাশরেকু ওয়াল মাগরেবু। এরপর নাস্তার পালা। বিরাট মার্কিতে উপাদেয় নাস্তার ব্যবস্থা—চা দুধ সবই আছে। যার যা খুশী পছন্দমত বেছে নিয়ে খাচ্ছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে! ভ্রাতৃ বধুর দয়ার উপর নির্ভর করে শুকনা রুটী খেয়ে যাঁর এক কালে জীবন কাটত সেই ব্যক্তির দস্তরখানে আজ হাজার হাজার লোক উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণ করে তৃপ্ত হচ্ছে। আল্লার কি অপূর্ব মহিমা। সোবাহানাল্লাহ্!

বেলা দশটায় পবিত্র কোরআন পাঠ ও নজমের পর জলসার কাজ শুরু হল দ্বিতীয় দিনের মত। সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখলেন প্রবীন বৃটিশ মোবাল্লেগ বশির আহমদ অরচার্ড। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল মহানবীর (দঃ) জীবনাদর্শ। প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তৃতা মসীহ মওউদের আবির্ভাব। বক্তা ছিলেন ঘানার মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল ওহাব আদম। এরপর প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি। এই দু'টি ইংরাজী বক্তৃতা হেড ফোনের মাধ্যমে আরবী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় প্রচার করা হয় আরব দেশীয় ও ইন্দোনেশীয় শ্রোতাদের জন্য। মধ্যাহ্ন ভোজন ও জমা নামাজের পর আবার জলসার কর্মসূচী শুরু হল। খৃষ্ট-ধর্মের বর্তমান ধারা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন ইংরাজ আহমদী নাসির আহমদ ওয়ার্ড। এর

পর আরো দু'টি বক্তৃতা হল—একটি উর্দ্দুতে এবং একটি ইংরাজীতে। এরপর বিরতি দিয়ে আবার জলসার কাজ শুরু হল। এবারে চারিটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা হল। নও মুসলিম কার্লনিউমেন 'ক্রশ ভেঙ্গে গেছে' বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। নাদান বন্ধুরা বলে থাকে আহমদী জামাত নাকি, ইংরাজের তৈরী একটি বিষ বৃক্ষ। এই অপবাদটি যে কত খাটি মিথ্যা তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই বক্তৃতা, একজন ইংরাজ খ্রীষ্টান এই জামাতের মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে দলিল-প্রমাণ দ্বারা অকাট্য ভাবে ক্রোশকে (মতবাদকে) চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদকে অসার প্রমাণ করে ইসলামের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ভাবে জগতের সামনে উপস্থাপন করলেন। ইংরাজ কি এজন্যই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিল? (নাউজুবিল্লাহ)। আফসোস শত সহস্র আফসোস এইসব নাদান শত্রুদের জন্য!! এই অধিবেশনে ইউ, কে জামাতের ন্যাশনাল আমীর মুকররম আন-ওয়ার আহমদ কাহ্‌লুনও বক্তৃতা করলেন। আমাদের প্রতি কাহলুন সাহেবের সহৃদয়তা বহু দিন মনে থাকবে। তিনি আজো বাংলাদেশের স্মৃতি ভুলতে পারেননি। জলসার তৃতীয় দিবসের শেষ অধিবেশনটি সম্পূর্ণরূপে হুজুরের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। সমস্ত প্যাণ্ডেলে লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নেই বলা চলে। সবাই প্রাণ প্রিয় খলিফার বক্তব্য শুনার জন উদগ্রীব। বিভিন্ন এঙ্গেলে টেলিভিশন ক্যামেরাগুলি তাক করে আছে। হুজুর সভামঞ্চে এলেন। কাল শেরওয়ানী আর সাদা ধবধবে পাগড়ী পরিহিত গোলাবী বরণ নূরানী চেহারা। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। ইসলাম জিন্দা বাদ ধ্বনিতে শ্যামল বনানী ঘেরা ইসলামাবাদ সত্যিকারের সার্থক ইসলামাবাদের রূপ গ্রহণ করল। ধীর পদক্ষেপে হুজুর এসে দাঁড়ালেন কলেমা তৈয়েবা খচিত ডায়েসের কাছে। একে একে পার হয়ে গেছে দীর্ঘ পাঁচটি ঘণ্টা এক জায়গার দাঁড়িয়ে, কোন বিরতি না দিয়ে পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীপ্ত কণ্ঠ। ক্লান্তির লেশ মাত্র নেই। আবেগ আপ্লুত হৃদয় নিংড়ানো দোওয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হল। পৃথিবীর ৪৮টি দেশের প্রায় দশ হাজার লোকের এই সমাবেশ ইউরোপেরবুকে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে এমনটি আর কখনও ঘটেনি। হুজুর (আইঃ) তাঁর পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী ভাষনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রের খতমে নবুওত বিষয়ক অধ্যায়ের জবাব দিলেন। পাকিস্তানে বেছে বেছে আহমদীদেরকে হত্যা করার কথা উল্লেখ করে হুজুর আকদাস (আইঃ) তেজ দীপ্ত স্বরে ঘোষণা করেন যে, এমনি ভাবে যদি হাজার হাজার আহমদীকেও হত্যা করা হয় তবুও আহমদীয়াত ধ্বংস হবে না আহমদীয়াতকে ধ্বংস করার মাত্র একটি পথ খোলা আছে, আর তাহলো একজন মানুষকে জীবিত কর। ঐ মানুষটি হলেন ঈসা (আঃ)। তিনি চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলেন যে, বিরুদ্ধবাদীগণ হত্যার দ্বারা নয় বরং ঈসাকে (আঃ) জীবিত করার মাধ্যমে আহমদয়ীয়াতকে ধ্বংস করতে পারে। যদি কেউ পারে তাহলে ঈসাকে (আঃ) জীবিত প্রমান করুক।

এখানে উল্লেখ্য যে ৬ তারিখ এশার নামাজের পর আমরা হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। হুজুর অনুগ্রহ করে কুশল জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেমেয়ের পর্যন্ত খোজ খবর নিলেন। সারা

পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা দেড় কোটি জীবিত লোকের ইমাম তিনি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও ভক্তদের খোজ-খবর রাখেন তিনি।

হাসিমুখে সকল দর্শনার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, ধৈর্যসহকারে সকলের সুখ-দুঃখের কথা শুনেন, দোওয়া করেন, পরামর্শ দেন। কী অসীম কর্ম ক্ষমতা তাঁর! এত কর্ম ব্যস্ত মানুষ তিনি। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যাঁর কর্মসূচী গাঁথা, তাঁকে শুনাতে হয় ভক্তদের নানা কথা। সান্ত্বনা দিতে হয়, প্রেরণা যোগাতে হয়, এমন কি স্বপ্নের তাবির থেকে শুরু করে ছেলে মেয়ের নাম পর্যন্ত রেখে দিতে হয় অনেক সময়। যে যে ভার বহণ করতে পারে না আল্লাহ তাকে সেই ভার চাপিয়ে দেন না। খলিফার মহান দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত হয় আল্লাহ তাঁকে সেই দায়িত্ব পালনের শক্তিও প্রদান করে থাকেন। হুজুরের কর্মশক্তি দেখে আমার কাছে এই সত্যটি আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

৮ তারিখ শুরু হল আন্তর্জাতিক শুরা মজলিস। বাংলাদেশ, ভারত ইন্দোনেশীয়া, জাপান, মালয়শীয়া, সিঙ্গাপুর, ফিজী, বার্মা, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জার্মানী, হোলাণ্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফান্স, ইটালী, পাকিস্তান, ইউনাইটেড কিংডম, ইরাক, কোয়েত, লিবিয়া, ওমান, প্যালেষ্টাইন, ইউ-এস-এ, ক্যানাডা, গাম্বিয়া, ঘানা, আইভরি কোষ্ট, কেনিয়া, লাইবেরীয়া, মরিশাস, নাইজেরীয়া, সিয়েরালিওন, সাউথ আফ্রিকা, তানজানিয়া, উগাণ্ডা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, তার্কি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা এই ঐতিহাসিক শুরায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে দু'জন প্রতিনিধির অংশ গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু হুজুরের বিশেষ অনুগ্রহে দুইজনের স্থলে তিন তিন জনকে অনুমতি প্রদান করা হল। জনাব গোলাম আহমদ খান, আল হাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী এবং আমি এই শুরায় অংশগ্রহণের জন্য সৌভাগ্য লাভ করি। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র আমিই এতে বক্তব্য রাখি। হুজুর (আইঃ) সকলকে প্রচার কার্যে ব্যপকতা আনায়নের জন্য এবং আরো একশত দেশে নূতন জামাত কায়েমের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতি জামাতে মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ক্যাসেটের সাহায্যে প্রচার কার্য চালানো এবং বই পত্র প্রকাশের উপর বিশেষ লক্ষ্য দিতে বলেন। পাক ভারত এবং বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে ১১৬৯টি জামাত রয়েছে। এই সংখ্যাকে অতি সত্বর দ্বিগুণ করতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। ৯ই এপ্রিল এই বাবরকত ও আকর্ষণীয় মজলিসে-শুরা সমাপ্ত হল। শুরার প্রথম দিন এশা নামাজের পর দুইজন তিউনিশীয় আরব বয়েত গ্রহণ করেন। হুজুর (আইঃ) আরবীতে দস্তি বয়েত গ্রহণ করেন। আমরাও দস্তি বয়েতে অংশ গ্রহণ করলাম। লিল্লাহিল হাম্‌দ। বয়েতের পর শুরার সকল মেম্বার ডাইনিং হলে হুজুরের সঙ্গে নৈশ-ভোজে শরীক হন। সুস্বাদ বিরিয়ানী এবং অন্যান্য উপাদেয় খাদ্য দ্বারা সকলকে আপ্যায়ণ করা হয়। উক্ত শুরায় পর্দার মধ্যে কয়েকজন মহিলাও অংশ গ্রহণ করেন। ইউনাইটেড ষ্টেটস লাজনা এমাউল্লাহর জেনারেল সেক্রেটারী নুরিয়া শাকুরা এবং সালমা মোবারেকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ পরামর্শ প্রদান করেন। ইউ, কে, জামাতের নও মুসলেমা আমাতুর রশিদ প্রভৃতি ইসলাম সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা আমাদের দেশের অনেক জন্মাগত আহমদী মহিলাদের জন্যও ঈর্ষার বিষয় বলে মনে করি।

শুরার পর দিন এক ইংরাজ দম্পতি এখানে কি হচ্ছে দেখতে এলেন। আলাপ করে যখন জানতে পারলেন যে এখানে ৪৮টি দেশের নাগরিক একত্রিত হয়ে সভা অনুষ্ঠিত করে-

ছেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি বলে উঠলেন যে, এযে দেখছি ইউনাইটেড নেশন। হ্যা, সত্যিকার ইউনাইটেড নেশনই বটে। এখানে সবাই ইউনাইটেড, ভাই ভাই। আর যাকে জগৎ ইউ, এন, ও, বলে জানে তা সত্যিকার অর্থে ইউনাইটেড নেশন নয়—বরং ডিভাইডেড নেশন। সেখানে বিতণ্ডা হয়, ওয়াক আউট হয়, স্বার্থে ভেটো প্রদান করা হয়। পাঁচ প্রধানের পঞ্চতন্ত্র সেখানে। সমস্যার সমাধান হয় না সেখানে। আলোচনা দীর্ঘায়িত হয় মাত্র।

সকাল ৯টায় আমাদেরকে কোচ এসে লণ্ডন মিশনে নিয়ে যেত, আবার রাত্রে পৌঁছে দিত ইসলামাবাদ। ১০ তারিখ বি, কে, মোমেনের কারে লণ্ডনের বিখ্যাত স্থানগুলি দেখলাম। ১১ই এপ্রিল পিকাডেলী সার্কাসের বিখ্যাত কাফে রয়েলে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিলাম। বিভিন্ন দেশের একজন করে আহমদী প্রতিনিধি নিজ নিজ দেশের পক্ষে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের দু'টি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে আমি প্রেস গেলারীতে আসন পেলাম। জালিকা ফাজলুল্লাহে। আমার মত একজন অখ্যাত সাংবাদিক যোগদান করছে লণ্ডনের এক আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্সে। এই সম্মান একমাত্র আহমদীয়াতের কারণেই লাভ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় বর্তমান অবস্থায় এই দুর্লভ সম্মান ও সুযোগ আমার পক্ষে কল্পনারও অতীত। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের দলনেতা আমেরিকার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মোজাফফর আহমদ জাফর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে বিভিন্ন সাংবদিকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। তাঁকে সাহায্য করেন মিশরের মোস্তফা সাবেত ও ঘানার মিশনারী প্রধান আব্দুল ওহাব আদম। সম্মেলন শেষে এই হোটেলেই লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়।

১২ তারিখ আবার হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, ফটো উঠালাম পাশে দাঁড়িয়ে। ১৩ তারিখ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী ও শামসুর রহমান সাহেবকে বিমানে উঠিয়ে ইসমত পাশা সাহেবের বাসায় রাত কাটালাম।

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

প্রবাসী বাংলাদেশী ইসমত পাশা এবং আখতার হোসেন সার্বক্ষণিক আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা ভুলবার নয়। ইংল্যাণ্ড জামাতের কর্মব্যস্ত আনসার এবং খোদ্দাম যে আর্থিক ও দৈহিক ত্যাগ স্বীকার করে এই জলসাকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী করে। দিন রাত তারা অর্থ ও শ্রম দিয়ে মেহমানদের সেবা করেছেন। যাযা কুমুল্লাহ।

একদিন রিজেন্ট পার্ক সৌদী আরবের বিরাট সুদৃশ্য মসজিদ দেখতে গিয়েছিলাম, মসজিদে একটি কালচারেল সেন্টার আছে। ওরা প্রতি মাসে একটি নিউজ লেটার প্রকাশ করে। এপ্রিলের নিউজ লেটারে দেখলাম ফালাম্মা তাওয়াফফায় তানী—এর অর্থ করা হয়েছে When you did Cause me to die. ইচ্ছে ছিল এর পরে যে প্রশ্নটি আসে তা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু সময় ও সুযোগ পাওয়া গেল না। পথে দেখলাম 'মক্কা বুক মেকারের সাইনবোর্ড'। এতে কি মক্কা থেকে প্রকাশিত বই পাওয়া যায়? জি না। অনুসন্ধান করে জানলাম এটি একটি জুয়ার কেন্দ্র। এই নামে যতগুলি ঘর আছে তা কেবল জুয়ার জন্যই নিবেদিত। (চলবে)

ঈদের খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[৩০শে জুন, ১৯৮৪ ইং মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা তওবা এবং মায়েদার নিম্ন লিখিত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন :

ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم
بان لهم الجنة ـ يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون
و يقتلون ـ وعدا عليه حقا فى التوراة و الانجيل
و القران ـ و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا
ببيعكم الذى بايعتم به ـ و ذلك هو الفوز
العظيم ٥ (سورة التوبة : ١١٢)

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء
تكون لنا عيدا لاولنا و اخرنا و اية منك و ارزقنا و انت خير الرازقين ٥
قال الله انى منزلها عليكم ـ فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذابا لا اعذبه
احدا من العالمين ٥ (سورة المائدة : ١١٥—١١٦)

অতঃপর বলেন : ইহা একটি অদ্ভুত ধরণের ঈদ যাহা আজ আমরা পালন করিতেছি। এবং পূর্বে তো কখনো আমরা এমন ঈদ দেখি নাই। কিন্তু যাহাই হউক, ইহা আমাদের মাওলার পক্ষ হইতে একটি তোহ্ফা স্বরূপ আমাদের নিকট আসিয়াছে। যথাসম্ভব ইহা সেই ঈদ যাহার সম্বন্ধে হুজুর আকদাস হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ-তায়ালা এলহাম যোগে বলিয়াছেন যে, "ঈদ তো হেয়, চাহে মানও ইয়া না মানও" অথবা ইহারই অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছে, "ঈদ তো হেয়, চাহে কারো ইয়া না কারো" অর্থাৎ ইহা তো ঈদ, উদ-যাপিত করা বা না কর। অতএব ইহা অবশ্যই ঈদ এবং ইহা আমরা অবশ্যই উদ্‌যাপন করিব, যদিও অশ্রু সজল চোখেই উদ্‌যাপন করি অথবা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কান্না নিয়াই পালন করি। আমাদের মাওলার হুজুরে মাথা নত করিয়া অবশ্যই এই ঈদ আমরা পালন করিব। সুতরাং আপনাদিগকে ঈদ মোবারক। কারণ ইহা একট ঐতিহাসিক ঈদ এবং এই দিনগুলি কষ্টের দিন

যাহার মধ্য দিয়া আজ জামাত অতিক্রম করিতেছে। খুবই কম সংখ্যক জাতিকে সৌভাগ্যের এইরূপ ইতিহাসের অংশ হইবার তৌফিক দান করা হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে বিস্তারিত উর্দ্দু ভাষায় বলার পূর্বে আমি ঐ সকল ভাইদের উদ্দেশ্যে যাহারা ইংরাজী ভাষাভাষী এবং উর্দ্দু বুঝিতে পারেন না দুই একটি কথা ইংরেজীতেও বলিতে চাই :—

To those who cannot understand in Urdu now I Shall address and say a few words in English. It is a strange Eid that we are celebrating today—an Eid as we never saw the like of it in our lives. Perhaps it is the same Eid which has been referred to us in a revelation of Hazrat Masihe Mawood (Als) in which Allah tells him that Eid it is, whether you celebrate or do not celebrate. But we shall celebrate even while tears are flowing in our eyes. We shall celebrate it even if our hearts fail We shall celebrate it even if our bosom may bleed in hours of sorrow and persecution, because it is a gift from our Lord. So Eid Mobarak to all of you who have come here to celebrate this rare Eid.

ঈদের শুভ দিন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, আমি ততই এই বিষয়ের উপর চিন্তা করিতেছিলাম, ঈদের দর্শন ও তাৎপর্য কি এবং খোদাতায়ালার কোন্ বান্দাদের জন্য এই ঈদ নির্ধারিত। অনন্তর যখন কোরআন শরীফে আমি মনোনিবেশ করিলাম তখন আমি ইহা অনুধাবন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে কুরআন করীমে তো কোথায়ও মুসলমানদিগের সম্পর্কে ঈদের কোন উল্লেখ নাই। কোরবানীর কথার বহু জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু যে ঈদ আমরা উদ্‌যাপন করিয়া থাকি উহার সম্পর্কে কুরআনে কোথায় কোন উল্লেখ নাই। ঈদুল আজহিয়া যাহাকে বড় ঈদ বা কোরবানীর ঈদ বলা হয় ইহার সম্পর্কেও শুধু কোরবানীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং কোরবানীর উল্লেখ করার পরে বিষয়টি শেষ হইয়া যায়। এই ঈদ যাহাকে ঈদুল ফিতর বা ছোট ঈদ বলা হয় ইহার পূর্বে যে রমজান মাসটি আসে ইহার মধ্যে মোমেনদিগকে খোদার পথে স্বীয় পূর্ণ ব্যক্তিস্বত্তার কোরবানী পেশ করার তৌফিক দান করা হয়। উক্ত মাসের এবং ঐ সকল কোরবানীর বিস্তারিত উল্লেখ অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু ইহার পরে কোন ঈদের উল্লেখ নাই। এই বিষয় হইতে আমার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে যে ঈদ যাহাকে বলা হয়, তাহার কোন উল্লেখ কুরআন করীমে অবশ্যই থাকিবে, তবে অন্য কথায় থাকিবে ঈদের নামে নাও থাকিতে পারে। সুতরাং আমার দৃষ্টি ঐ সকল আয়াতের দিকে গেল, যেগুলিতে মধ্যে মহাসুসংবাদ দান করা হইয়াছে এবং মোমেনদিগকে ইহা বলা হইয়াছে যে 'তোমাদের ঈদ একদিনের ঈদ হইবে না, তোমাদের জন্য ঈদের একটি যুগ আসন্ন। তাই আমি তোমাদের শুধু একটি

মাত্র ঈদের সুসংবাদ দেই না বরং ইহা অফুরন্ত ঈদ হইবে যাহা তোমাদের কোরবানী সমূহের পরে আসিবে' সুতরাং যে সকল আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছি সেগুলিতে সেই ঈদের উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন : ..... ان الله اشترى من المومنين

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা মোমেনদিগ হইতে তাহাদের প্রাণ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের ধন-সম্পদও ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, এবং নিজ এই বান্দাদিগকে তাঁহার গৃহের দাস বানাইয়া লইয়াছেন, এইজন্য যে, তাহার বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা তাহাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون - وعدا عليه حقا فى التورا ة و الانجيل و القران তাহারা খোদার পথে জেহাদ করিয়া থাকে এবং সেই জেহাদে তাহারা হত্যাও করে এবং নিহতও হইয়া থাকে। ইহা একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, ইতিপূর্বে যাহা তওরাতেও দেওয়া হইয়াছিল, অতপর ইঞ্জিলেও এবং পরবর্তীতে কোরআনেও উক্ত ওয়াদা পুনরায় করা হইয়াছে। ..... و من اوفى بعهده এবং যাহারা নিজেদের রবের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে এবং তাহাদের রবের হস্তে তাহাদের কৃত বয়াতের জন্য সন্তুষ্ট হইবে, ইহারাই সেই সকল ব্যক্তি যাহাদের সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি অর্থাৎ উহাই সেই ঈদ যাহা আসিয়া মোমেনদের জন্য স্থায়ীভাবে অবস্থান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য সকল ঈদের উপরে আসন লাভ করে, যাহাকে আমরা الفوز العظيم অর্থাৎ বিরাট সফলতা বলিয়া থাকি, যাহা হইতে বড় সফলতা মানুষের কল্পনার বাহিরে। তারপর আর এক আয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, যাহাতে এই ধরণেরই ঈদের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন। ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا অর্থাৎ অবশ্য সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহতায়ালাই তাহাদের রব বলিয়া দাবী করে এবং এই দাবীর ফলে তাহারা দুঃখ-কষ্ট পায়, কেননা "ইস্তেকামাতের" অর্থই হইল চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সত্বেও নিজ কৃত অঙ্গীকারের উপরে দৃঢ়তার সঙ্গে কায়েম থাকা। তাহারা এই দাবীর কারণে চরম বিরোধিতা সহ্য করিয়া থাকে। সুতরাং تتنزل عليهم الملائكة অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ তাহাদের উপর নাযেল হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়। ابشروا بالجنة التى كنتم توعدون হে খোদার প্রিয় বান্দাগণ, কোন ভয় পাইও না ও কোন দুঃখ করিও না এবং সেই জান্নাত লইয়া তোমরা সুখী হও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। نحن اولياءكم فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة এনখতো তোমাদের সংগে আমরা থাকিবার জন্য আসিয়াছি, তোমাদিগকে আর কখনও ছাড়িয়া যাইব না ইহকালেও ছাড়িব না এবং মৃত্যুর পর পরকালেও আমরা তোমাদের সংগেই থাকিব এবং এই জান্নাত খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের মেহমানী স্বরূপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। نزلا من غفور رحيم অতএব ইহা তোমাদের জন্য সেই খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে, যিনি ক্ষমাকারী এবং বারবার দয়া প্রদর্শনকারী। অতএব, ইহা সেই জান্নাত, যাহাকে ঈদ বলা যাইতে পারে--এমন এক ঈদ যাহা একদিনের ঈদ নয় বরং ইহা আসিয়া চিরস্থায়ী হইয়া যায় এবং দুনিয়াকেও ঈদ বানাইয়া দেয় এবং পরকালকেও ঈদ বানাইয়া দেয়। অতঃপর আমি যখন আরও দৃষ্টিপাত করিলাম যে ঈদ শব্দটি কোথায়ও আছে কি না তখন জানিতে পারিলাম যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে যে সুসংবাদটি দান করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ঈদ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে।

একটি দিক হইল যাহা হুবহু ঐ মজমুনের সংগে সাদৃশ্য রাখে যাহা কোরআন করীমে উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অপর দিকটি হইল এইরূপ, যাহার সংগে মোমেনের সম্পর্ক নাই। কারণ উহাতে সতর্কবাণী পাওয়া যায়। হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআন শরীফে আসিয়াছে ঃ

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايةً منك وارزقنا وانت خير الرازقين ○

উক্ত আয়াতের উক্ত দোওয়ার প্রেক্ষাপট কোরআন করীমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে হযরত মসীহ (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ হযরত মসীহর খেদমতে উপস্থিত হইয়া জেদ ধরিল যে আপনি আমাদের জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে আসমানী দাওয়াতের দাবী পেশ করেন। উত্তরে হযরত মসীহ (আঃ) তাহাদের দৃষ্টি তাকওয়ার দিকে আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, তোমরা খোদার ভয় কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং এই ধরণের দাবী করিও না। কিন্তু তাহারা যখন অধিকতর জেদের সহিত পুনরায় সেই দাবী রাখিল তখন বাধ্য হইয়া অতি উত্তম রূপে তাহাদের উক্ত দাবীকে তিনি তাঁহার মোবারক এবং হিকমত পূর্ণ বাক্যের মধ্য দিয়া দোওয়ার আকারে খোদাতায়ালার খেদমতে পেশ করিলেন এবং কহিলেন, "হে আমাদের রব্ব, আমাদের উপরে আসমান হইতে মায়েদা অর্থাৎ নিয়ামতের দস্তরখান নাজিল কর। উহা যেন تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যও ঈদ হইয়া যায় এবং পরবর্তীদের জন্যও। وايةً منك এবং ইহা তোমার পক্ষ হইতে যেন নিদর্শন হয়। এবং আমাদিগকে রিজিক দান কর। কেননা তুমিতো উত্তম রিজিকদাতা।" আল্লাহতায়ালা ইহার উত্তরে জওয়াব দিলেন : قال الله انى منزلها عليكم - فمن يكفر بعد — আমি অবশ্যই উক্ত মায়েদা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করিব। কিন্তু আমি তোমাদের এই ব্যাপারেও সতর্ক করিতেছি যে ইহার পরে তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও অথবা আমার নিয়ামতকে অস্বীকার কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এমন এক কঠোর আজাব দিব যে ইহার পূর্বে সমগ্র জগতে অন্য কাহাকেও এমন আযাব দান করি নাই। উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে দুইটি ঈদের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে মায়েদার দুইটি দিক ইহার মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রথম ঈদের সংগে কোন সতর্কবাণী বা আজাবের সংবাদ নাই। কিন্তু পরবর্তী অংশের সংগে একটি অতি ভয়াবহ আজাবের সংবাদ রহিয়াছে। তবে এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইহার প্রতি যখন আমি মনোনিবেশ করিলাম এবং ইতিহাসের উপরে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম যে তাহাদের প্রথম তিন শতাব্দীর ঈদ একেবারে ভিন্ন ধরণের হইয়াছিল। সেই ঈদ কখনও ঐ ঈদের সাদৃশ নয় যে ঈদের মধ্য দিয়া আজিকার খ্রীষ্ট জগৎ অতিবাহিত হইতেছে। সেই ঈদ তো দরিদ্রদের ঈদ ছিল। সেই ঈদতো খোদার পথে দুঃখ ও কষ্ট সহ্যকারীদের ছিল। সেইটিতো ঐ সকল লোকের ঈদ

ছিল যাহাদিগকে গৃহের ভিতরে রাখিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইত। সেই ঈদতো এমন ঈদ ছিল যখন Coliseum এ বড় বড় বাদশা এবং তাহাদের পরিষদবর্গের আনন্দ-উপভোগের জন্য হাওয়ারী ও প্রাথমিক যুগের বিশ্বাসী খৃষ্টানদিগকে হিংস্র পশুর সামনে নিক্ষেপ করা হইত, যেখানে তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলা হইত এবং সমগ্র দর্শক মণ্ডলী করতালী দিয়া উল্লাসে ফাটিয়া পড়িত। আপাত দৃষ্টিতে এই ঈদ শত্রুদের ঈদ মনে হয়। কারণ কয়েক দিন অনাহারে রাখিয়া বিশ্বাসী খৃষ্টানদিগকে এত বেশী কাতর ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইত যে একে তো তাহাদের পক্ষে একজন সাধারণ মানুষের মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হইত না, তাহা ছাড়া ক্ষুধার্ত ব্যঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের সম্মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইতো এবং তাহাদের বিরুদ্ধচারীরা তাহাদের তামাশা দেখিত। অতএব ইহা অদ্ভুত ধরণের ঈদ ছিল যাহা তিন শত বর্ষ পর্যান্ত তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যাহাই হউক, ইহা ঈদ ছিল। কেননা খোদা-তায়ালা দৃঢ় ওয়াদা করিয়াছিলেন যে অবশ্যই আমি তোমার দোওয়া কবুল করিলাম, আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ঈদ আনিব এবং তোমাদের পরবর্তীদের জন্যও ঈদ আনিব। কিন্তু তোমরা যদি নাশুকরি কর অথবা আমার দেওয়া নেয়ামতকে অস্বীকার কর তাহা হইলে আমি এমন কঠোর আযাব দিব যে সমগ্র বিশ্বে কোন জাতিকে আমি ঐরূপ আযাব দেই নাই। সুতরাং ঈদের সেই প্রথম অংশটি দুঃখ বেদনার যুগ ছিল কিন্তু ঈদ ছিল বটে। কারণ, খোদাতায়ালাই বলেন যে উহা ঈদ ছিল। পরবর্তী যুগটি হল ভোগ বিলাস ও আরাম-আয়েশের যুগ যখন খৃষ্টানদিগকে এত বেশী ধনদৌলত দান করা হইয়াছে যে ইহার পূর্বে দুনিয়ার অন্য কোন জাতিকে এত বেশী ধন-দৌলত এবং এত বেশী পার্থিব নিয়ামত দান করা হয় নাই। সমগ্র পৃথিবীর উপরে তাহাদিগকে প্রাচুর্য্য দান করা হইয়াছে, এমন কি অন্যান্য জাতিকে তাহাদের কাছে ভিখারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা উহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া ভাত খায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহাদের জন্য এই ঈদ কত মহত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঈদের সংগে একটি অকৃতজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি অস্বিকারের কথাও লিখিত হইয়াছে, এবং পৃথিবী আজ যেদিকে ধাবমান উহার প্রেক্ষিতে অসম্ভব নয় যে আজ যাহারা আমরা জীবিত আছি আগামিকাল ইহা দেখিব যে এই ঈদ (তাহাদের জন্য) একটি অত্যন্ত ভয়াবহ আযাবে পরিবর্তিত করা হইবে এবং পূর্বে কখনও কোন জাতিকে এইরূপ ধ্বংসলীলার মুখ দেখার দুর্ভাগ্য ঘটে নাই, যেমন এই সকল অকৃতজ্ঞ জাতিকে ধ্বংসের দিন দেখার দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন বর্তমান অবস্থার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলো তখন আমি দেখিলাম যে আমরা মোবারক ঈদের যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি যাহা আহমদীদের জন্য অবধারিত এবং যাহার সম্পর্কে তওরাতেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, ইঞ্জিলেও এবং কোরআনেও। ইহা সেই ঈদ, যাহা আমাদের জন্য দুঃখ-কষ্টের ঈদ। ইহা খোদাতায়ালার

পথে নানা প্রকার জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করিবার ঈদ। এমন এক করুণ অবস্থার মধ্য দিয়া জামাত অতিবাহিত হইতেছে যাহা ইতিপূর্বে ধারণা করাও সম্ভব ছিলনা। নাদান শত্রু মনে করিতেছে যে ইহাদের অল্পই মারধর করা হইয়াছে। খুবই সামান্য শারীরিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইহার পূর্বে হাজার হাজার গৃহ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বেও আমাদের উপরে পরীক্ষার দিন আসিয়াছিল, যখন শিশুদিগকে তাহাদের মাতাপিতার সামনে জবাই করা হয় এবং মাতাপিতাকে তাহাদের সন্তানদের সম্মুখে জবাই করা হয় এবং গৃহে বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে জীবিতাবস্থায় পুড়াইয়া ফেলার চেষ্টা করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পুড়াইয়া ফেলা হয় কিন্তু জামাতের উপর কখনও এমন দুঃখ আসে নাই যেমন আজ আসিয়াছে। কারণ ঐ আক্রমণ শারীরিক ছিল, যদিও আত্মাও উহাতে প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আক্রমণ সেই পর্যায়ে ছিল না যাহাতে তাহাদের জীবন যাপন করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ সে আক্রমণ আহমদীদের আত্মার ও জীবনের উপরে করা হইয়াছে। উহা এত বেশী গুরুতর ও নিষ্ঠুরতম আক্রমণ যে সমগ্র বিশ্বের আহমদী অতি বেদনা ও মছিবতের মধ্য দিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ আমাদের ঐ সকল আহমদী যাহারা পাকিস্তানে বাস করিতেছেন, এবং শত্রু লজ্জাশরমের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবার পরিবর্তে বেহায়াপনার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। চতুরতার সীমানা এই পর্যায়ে লংঘন করিতেছে যাহার পরে প্রত্যাবর্তন করিবার কোন উপায় বাকি থাকে না। এমন পথে অগ্রসর হইতেছে যাহা হইতে কোন জাতিকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় নাই। খোদার নামে মিথ্যা, জুলুম ও চাতুরতা চরম সীমানায় পেঁাছিয়াছে। দুই তিন দিন পূর্বের কথা রাবওয়াতে স্থানীয় এক (গয়ের আহমদী) মৌলভী তার কতগুলি সঙ্গীকে লইয়া একটি গৃহে অগ্নি সংযোগ করিবার চেষ্টা করে। রাত্রিকালীন নীরবতায় সে তাহার সঙ্গীদেরসহ কেরোসিনের একটি টিন লইয়া যায়। গৃহটি খালী আছে ভাবিয়া সে মনে করিয়াছিল যে আগুন লাগাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে ; কিন্তু সেই গৃহের ছাদে দুইজন যুবক (খোদ্দাম) পাহারা দিতেছিল। সুতরাং তাহারা লাফ দিয়া তাহাদিগকে ঝাপাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। মৌলভী সাহেব ধরা পড়িলেন কিন্তু তাহার সংগীরা পলায়ন করিতে সক্ষম হইল। সুতরাং তাহাকে লইয়া তাহারা থানায় উপস্থিত হইয়া বলিল, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে এবং আমরা রিপোর্ট লিখাইতে আসিয়াছি। সেই মুহূর্তে চিনিউট হইতে **D. S. P.** সাহেবও আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল তৎপরতার ফলাফল দাঁড়াইল এই যে অভিযোগকারীগণ যাহারা দোষী লোকদের ধরিয়া আনিয়াছিল, উল্টা তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখা হইল। এবং রিপোর্টে দোষী ব্যক্তিদের কোন উল্লেখই করা হইল না। বরং রিপোর্ট লিখা হইল এই যে, ঐ মৌলভী সাহেবকেই তাহারা অপহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যদিও ইহার বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলে ঝোপের ভিতর হইতে মৌলভী সাহেবের বাই সাইকেল এবং কেরোসিনের খালী টিনও বাহির করিয়া দেখান হইয়াছিল যাহা হইতে ঐ গৃহে কেরোসিন ছিটানো হইয়াছিল। এই সকল আলামত সেখানে মওজুদ থাকা সত্বেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইল যে তাহাকে (মৌলবী) অপহরণ করার চেষ্টা করা হয় এবং অপহরণকারী যাহাদের নাম লিখানো হয় তাহাদের মধ্যে দুইটি নাম হইল ঃ প্রথমত চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব, যিনি এককালে লন্ডন মসজিদের ঈমাম ছিলেন এবং পরে নাজের উমরে আমাও হইয়াছে এবং বর্তমানে তিনি এডিশনাল নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ (তালিমুল কুরআন) আছেন। তিনি অসুস্থ ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী বৃদ্ধ বয়সী, আর দ্বিতীয় জন সদরে উমুমী যিনি পুরাতন যক্ষ্মা রোগী এবং বৃদ্ধ বয়সী ও দুর্বল হেকীম খুরশীদ আহমদ সাহেব তাঁহার নাম। এই দুই জন বৃদ্ধ ও নীরিহ ব্যক্তি। মৌলভী সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাহারা সংগে দাঁড়ানো ছিলেন এবং অপহরণকারীদের মধ্যে শামীল ছিলেন। বিবরণে ইহাও লিখানো হইয়াছে যে বাজওয়া সাহেব তাহাদের নাকি বলিয়াছিলেন," "ইহাকেও সেই স্থানে পেঁাছাইয়া দাও যেখানে আসলাম কোরাইশীকে পেঁাছাইয়াছ।" অর্থাৎ তিনিও যেন নিজেই এই অপরাধের সহকারী ছিলেন। এবং সেখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে তাহাকেও যেন সেই স্থানে পেঁাছাইয়া দেওয়া

হয়, যেখানে আসলাম কোরাইশীকে ইহার পূর্বে পৌছানো হইয়াছে। এটা তো আল্লাহই সঠিক জানেন যে আসলাম কোরাইশী কোথায় পেঁছিয়াছে এবং খোদা তাহাকে কোথায় পেঁছাইবেন বা এই মৌলভী সাহেবকেই আল্লাহ কোথায় পেঁছাইবেন। যাহা হউক, রমজান শরীফের শেষ অংশে খোদাতায়ালার নামে কছম খাইয়া উক্ত রিপোর্টটি লিখানো হইয়াছে। তারপর তাহাদিগকে বন্দী করা হইল। ঐ দুই জন যুবক যাহারা মৌলভী সাহেবকে ধরিয়াছিল তাহারাও বন্দী হইয়া আছে, এবং বাজওয়া সাহেব ও হেকীম খোরশেদ আহমদ সাহেবও এখন বন্দী আছেন। তদুপরি আরও জুলুম-অত্যাচার করা হইয়াছে--এমন অত্যাচার যে সমাজ-তান্ত্রিক দেশেও তার নজির বিরল। সেখানেও কিছুটা লজ্জা-শরম আছে। তারপর যখন জংগ জিলার আদালতে তাহাদের জামানতের দরখাস্ত লইয়া আমাদের উকিল মাহমুদ নাদিম সাহেব এবং সরফরাজ আহমদ সাহেব (লাহোরের সিনিয়ার এডভোকেট) আদালতে উপস্থিত হইলেন তখন ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে সেখানে ১৫/২০ জন ভাড়াটিয়া গুন্ডা উপস্থিত ছিল। তাহারা রাবওয়া হইতে আগত প্রাইভেট কারটিকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং গাড়ীর আরোহীদিগকে টানিয়া বাহির করিয়া মারধর করিল এবং আদালতে কেহও ছিলনা। তাহারা রাবওয়ার একজন জুনিয়ার উকিলকে সঙ্গে লইয়া আদালতে গেলেন। আদালতে গেলে তাহাদের আবার মারধর করা হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরেও যখন কোন ম্যাজিস্ট্রেট আসিল না এবং অন্য কেহও সেখানে ছিলনা যাহার কাছে শুনানীর জন্য দরখাস্ত পেশ করা হইতো। এইভাবে দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার পরে তাহারা জখমী, আহত ও ক্লান্ত অবস্থায় যখন রাবওয়া ফিরিলেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদালতে উপস্থিত হইলেন এবং দরখাস্তটি যাহা তাহারা আদালতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এই বলিয়া নাকচ করিয়া দিলেন যে দরখাস্তকারী উপস্থিত নাই। সুতরাং দরখাস্ত নাকচ করা হইল। এইরূপে নির্লজ্জতার সীমাকে লংঘন ও প্রসারিত করা হইতেছে। অন্যদিকে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার কোন ভয়, কোন ধারণা বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নাই। অন্যদিকে সেই মৌলভী সাহেবের সম্পর্কে পরবর্তী দিনে লাহোর রেডিও ষ্টেশন হইতে বারবার এই আবেদন প্রচারিত হইল যে তাকে এত বেশী মারধর করা হইয়াছে, এত বেশী রক্ত ক্ষয় হইয়াছে যে রক্ত দানের জন্য যুবকদেরকে আহ্বান জানানো হয়। এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর নাটক ইসলামী শাসনের নামে সেইখানে চলিতেছে। ইহার পরিণতিতে কি যে অবধারিত রহিয়াছে তাহা আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন। কিন্তু আমারা অবশ্যই ভাল করিয়া জানি যে আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত তকদীর যে প্রাচীন যুগ হইতে নবীগণ এবং তাঁহাদের কওমের উপরে জারী করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শত্রুদের উপরে জারী করা হইয়াছিল, সেটা অবশ্যই এ কথাই বুঝায় যে ঐ সকল পথে চলিয়া নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা কখনও বাঁচিতে পারে নাই। ইহা ধ্বংসের সেই পথ যাহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে কখনও দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাদের জন্যও ভয় আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছে। কেননা তাহাদের হৃদয় তো ভয়শূণ্য। এতই ভয় শূণ্য যে আহমদী ছাত্র এবং ব্যবসা ভিত্তিক মহা বিদ্যালয়ে যেমন মেডিক্যাল কলেজের

(আহমদী) ছাত্রবৃন্দকে বয়কট করা হইয়াছে। তাহাদের খাবার বাসন-পত্র, বিছানা ইত্যাদি অস্পৃস্য জাতির ন্যায় পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে এই বলিয়া যে "এই 'কমিনা'দের সংগে এবং অস্পৃস্যদের সংগে আমরা ভাত খাইব না। কারণ ইসলাম এটাকে হারাম বলিয়াছে। আমরা খৃষ্টানদের সাথে বসিয়া খাইতে পারি, ইহুদীদের সাথে খাইতে পারি, হিন্দুদের সাথে খাইতে পারি, শিখদের সাথে খাইতে পারি, এবং খৃষ্টান জাতিবর্গের নিকট হইতে রুটি ভিক্ষা চাহিয়া খাইতে পারি। ইসলামে ইহা মোটেই হারাম নয়। কিন্তু আহমদীদের সংগে—যাহারা নিজেরা পয়সা দিয়া খায় তাহাদের সংগে বসিয়া খাওয়া আমাদের জন্য হারাম।" অনেক ক্ষেত্রে যখন কর্তৃপক্ষ এবং ভদ্র সমাজের কোন কোন সুধীবৃন্দ তাহাদের এই জালীমদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন তখনও তাহারা বুঝে নাই বরং তাহাদেরও বিরুদ্ধাচরণ অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আহমদী ছাত্রদিগকে বহিস্কার করিয়া দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ঈদ তো তাহাদেরই। শত্রুরা ঈদের উল্লাস করিতে চায়, করুক। কিন্তু আমাদের রব্বের দৃষ্টিতে রাবওয়ার ঐ মজলুমদেরই ঈদ। আসল ঈদ লাহোরের উকিলদেরই ঈদ। সেই ছাত্রদেরই ঈদ, ঐ সকল বন্ধুদের ঈদ, যাহারা খোদাতায়ালার পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতেছেন, যাহাদের উল্লেখ কোরআন করীমে পাওয়া যায়। আরো আমি চিন্তা করিলাম, অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সামনে আসিল। রাবওয়ার খোদ্দাম যাহারা দিন রাত তীব্র রৌদ্রে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া রোজাও রাখিতেছে এবং প্রহরাও দিতেছে এবং দিন-রাত তাহাদের প্রাণ হাতে লইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কোন প্রকার ভয় তাহাদের হৃদয়ে আসে না, নির্ভয়ে তাহারা বেড়াইয়া ফিরিতেছে এবং আমার কাছে প্রচুর সংখ্যক পত্র লিখিতেছে এই বলিয়া যে আমাদের জন্য দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা আমাদের শহীদ হওয়ার আশা পূর্ণ করেন। অতএব, সমগ্র পাকিস্তান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে, খোদার কসম, আমাদের হৃদয়ে কোন ভয় নাই। আপনি আমাদের জন্য চিন্তিত হইবেন না। অতঃপর আমার দৃষ্টি সেই বালকদের দিকে গেল যাহাদের একটি দল বেহেস্তী মাকবেরার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইহা সেই দিনের কথা যখন বেহেস্তী মাকবেরার সম্পর্কে শত্রুদের খারাপ পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং ৪০।৫০ জন কিশোরের একটি দলকে কেহ বেহেস্তী মকবেরার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল। ৭/৮ কিংবা ১০/১১ বৎসর পর্যন্ত তাহাদের বয়স। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বালকরা, তোমরা কোথায় যাইতেছ? মনে হইতেছে তোমাদের কোন বিশেষ সংকল্প আছে। তোমাদের চেহারা হইতে কোন বিশেষ সংকল্পের ছাপ প্রস্ফুটিত হইতেছে। উত্তরে তাহারা বলিল, "হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। থাকিবে না কেন? আমরা শহীদ হইবার জন্য যাইতেছি এবং এই দোওয়া করিতে করিতে যাইতেছি যে আজ আমরা সকলেই বেহেস্তী মাকবেরাতে যাইয়া শহীদ হইব। আমি ভাবিলাম, হাঁ, আমার মওলা, ঈদ তো আজ এই কিশোরদেরই। অতঃপর আমার দৃষ্টি একটি বালকের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যায়। ঐ ছেলেটির পিতা আমাকে লিখিয়াছেন যে তাহার ছেলে স্কুলের প্রাথমিক ক্লাশের ছাত্র। একদিন সে এমন অবস্থায় বাসায় ফিরিল যে তাহার জামা কাপড় ছিঁড়া ছিল এবং তাহার শরীরে নানা যায়গায় প্রহারের চিহ্ন ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি ব্যাপার? উত্তরে সে বলিল, আমি তো কিছুই জানিনা, তাহাদিগকে তো আমি কিছুই বলি নাই। তাহারা সকলেই আমাকে 'মির্জাই কুকুর' বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল ও আমার জামা ছিড়িয়া ফেলিল এবং বলিল, তুমি নাপাক। তোমার সাথে আমরা ক্লাশে বসিতে পারি না। সুতরাং তাহার পিতা আমাকে লিখিয়াছেন, 'আমি অনন্যুপায় হইয়া বাচ্চাটিকে স্কুল হইতে তুলিয়া

নিলাম এবং আমার মেয়েদিগকেও এই ভয়ে স্কুল হইতে তুলিয়া নিলাম। আল্লাহতায়ালা নিজেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। তৎপর আমি চিন্তা করিলাম, হে আমার মাওলা, ঈদ তো তাহাদেরই। পৃথিবীতে আর কাহারো ঈদ নাই। তোমার পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্যকারীদের এই ঈদ। ঈদ তাহাদেরও, যাহারা এই দুঃখজনক অবস্থার মধ্য দিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন এবং ঈদ তাহাদেরও, যাহারা রাত্রিতে আল্লাহর হুজুরে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আমরা তাহাদের দুঃখ নিজ অন্তরে অনুভব করিতেছি। কে বলে ঈদ, নাই ? এই ঈদ তো আমাদেরই ঈদ। ইহা এমন এক ঈদ যে ইতিহাস সর্বদা মাথা তুলিয়া ইহার মহত্বকে অবলোকন করিবে ও এই ঈদের মর্যাদা উপলব্ধি করিবে যে হায়! তাহারাও যদি এই ঈদটি পালন করিবার তৌফিক পাইতো যাহা আমাদের মাওলা ঐ সকল বান্দার জন্য নাজিল করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই কথা আপনাদিগকে বলিয়া দিতে চাই যে, এই দুঃখজনক অবস্থা টিকিয়া থাকিতে আসে নাই। এই প্রকার ঈদ প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য শুভসংবাদ লইয়া আসিয়া থাকে। এই জুলুম ও অত্যাচারের গর্ভ হইতে যে প্রভাতের উদয় হইবে—এবং খোদার কসম, যাহা অবশ্যই উদিত হইবে—উহাকে আমার চক্ষু দেখিতেছে—সে সুসংবাদের প্রভাত আসিবেই। সেই বিজয় ও সফলতার প্রভাত আসিবেই, এবং আমাদের ঈদ এক নূতন যুগে প্রবেশ করিবে যখন খোদাতায়ালার ফজল সমূহের একটি নূতন বিকাশ হইবে। অতএব অপেক্ষা করুন, কাতর হৃদয়ে ও সাহসের সহিত অপেক্ষা করুন। দুঃখীত হইবেন না। কেননা খোদাতায়ালা তাঁহার কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে পারে না, ইহা অসম্ভব যে, খোদাতায়ালার অবধারিত তকদীর বদলাইয়া যায়। তাই আমিতো আমার মাওলার পথে মাথা নত করিয়া অপেক্ষমান রহিয়াছি। এই দুঃখ যাহা আমি খোদাতায়ালার পথে সহ্য করিতেছি এই দুঃখও আমার জন্য ঈদ, এবং আপনারাও আমার সংগে সহ্য করিতেছেন। তাই আপনাদের জন্যও ঈদ। সেই আনন্দও আমাদের জন্য ঈদ হইবে, যাহা আমার রব আমাদের জন্য প্রতিদান হিসাবে লইয়া আসিবেন। অতএব, অপেক্ষা করুন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হইবেন না। অবশ্যই এই দিনগুলি বদলাইবে। অবশ্যই খুশীর দিন আসিবে। সেদিন মোমেনগণ আনন্দিত হইবেন এবং সেই দিন জালীমদিগকে তাহাদের শেষ পরিণতির দিকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে দৃঢ়তা দান করুন, আমাদিগকে সাহস দান করুন, আল্লাহতায়ালা আমাদের সবুর ও ধৈর্যকে প্রসারিত করুন। অশ্রু যেন এই সহ্য ক্ষমতাকে বিনষ্ট না করিয়া দেয় এবং একমাত্র তখনই অশ্রু ঝরে, যখন খোদা-তায়ালার সামনে আপনারা মাথানত হন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার পথে আমাদিগকে দুঃখ সহ্য করিবার তৌফিক নিজের পক্ষ হইতে দান করিতে থাকেন। আমাদের দোওয়া ইহাই, আমরা সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত যেন না হই যাহাদিগকে ইতিহাস জিল্লতের সহিত স্মরণ করে; আমরা যেন তাহাদের মধ্যে পরিগণিত হই যাহাদিগকে ইতিহাস সর্বদা গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। এমনই হইবে, অবশ্যই হইবে। কিন্তু কবে এই রূপ হইবে ইহা আমার জানা নাই। আমি জানিনা যে আর কত দিন আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নির্ধারিত, কিন্তু ইহা আমি বিশ্বাস রাখি এবং ঈমান রাখি যে এই অঙ্গীকারের উপরে আমি কায়েম থাকিব এবং আপনারাও এই অঙ্গীকার উপরে কায়েম থাকিবেন যে "হে খোদা, আমরা তোমার অবধ্যদের মধ্যে হইব না, হে খোদা, আমরা নিশ্চয়ই তোমার অবাধ্যদের মধে হইব না, তোমার সন্তুষ্টি যে ভাবে হয় আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। لبيك اللهم لبيك ! আমরা উপস্থিত, হে আমাদের মাওলা আমরা উপস্থিত, আমরা উপস্থিত, হে আমাদের মাওলা, আমরা উপস্থিত।

(লণ্ডন হইতে প্রেরিত কেসেট হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : জনাব **মাজহারুল হক ও আবদুল হাদী**

(অপবাদ খণ্ডন-এর অবশিষ্টাংশ ২১ পৃষ্ঠার পর)

কেমন করে ঘটলো ? একজন 'ফানীফিল্লাহ' ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছিলেন, গভীর নিশিথের অন্ধকারে তাঁর প্রার্থনারই ফলশ্রুতিতে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন জেগে উঠেছিল এবং সেই সকল বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল, যা এই নিঃসংগ ও নিরক্ষর (উম্মী) ব্যক্তির পক্ষে ঘটানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'আল্লাহুম্মা সাল্লে ওয়া সাল্লেম্‌ ওয়া বারিক্‌ আলাইহি ও আলিহী বিআদাদি হাম্মিহি ওয়া গাম্‌মিহি লিহাযিহিল উম্মাহ্‌… ……'।" (বারাকাতুদ-দোওয়া, পৃঃ ১০)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিটির মোকাবিলায় মৌলানা মওদুদীর লিখাটিও পাঠ করুন। এতদভয়ের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধানের ন্যায় জাজ্বল্যমান পার্থক্যই বিদ্যমান। একদিকে সত্যের আত্মা তথা ইসলামের আত্মা কথা বলছে—যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে তত্বপূর্ণ কালাম রূপে তাঁর পবিত্র রশনা ও লিখনী থেকে উৎসারিত হয়েছে। ইহা সেই আওয়াজ, যা আমাদেরকে ইসলামের বিজয় ভূষিত প্রাধান্য বিস্তারের গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়েছে, সকল রুহানী শক্তির উৎসের পথ দেখিয়েছে এবং আমাদের তৃষ্ণা কাতর আত্মাগুলিকে পরিপূর্ণরূপে সিঞ্চিত করেছে! আর অন্যদিকে মওদুদীবাদের (প্রেত)আত্মা মৌলানা মওদুদীর নিজস্ব ভাষায় জোর-জুলুম ও নিষ্ঠুরতার লাভা উদগীরণ করে বলছে যে, "অকাট্য দলিল-প্রমাণ, বাগ্‌নিতাপূর্ণ ওয়াজ-নসিহত, উৎকৃষ্ট আদর্শ ও বিস্ময়কর মো'জেযা সমূহ ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক যখন তরবারি হাতে তুলে নিলেন… …" ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন !!!"

এ কথাগুলি পাঠ করলে আমার সারা দেহ ও আত্মা কেঁপে ওঠে এবং অগ্‌নি দগ্ধ হয়ে ছারখার হয়ে যায়। এ কি কোন (স্বঘোষিত) "মিযাজ শেনাসে রসুল" (—রসুল-চরিত্র বিশারদ) ব্যক্তির আওয়াজ হতে পারে ?! না, না, "মিযাজ শেনাসে রসুল" বলো না ; এ তো ইসলামের শত্রুদের আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি বই অন্য কিছু নয়। এইগুলি শব্দ নয় ; এগুলি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে প্রস্তর-খণ্ড—দয়া-মায়া বিবর্জিত নিষ্ঠুর প্রস্তর খণ্ড। এগুলি বাক্য নয়, এগুলি হচ্ছে ধারালো তীর—হিংস্র সতেজ তিক্ষ্ণ তীর, যা হযরত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিটি আশিকের হৃদয়কে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এসব এমনই তীর, যেগুলির মর্মভেদী জখমসমূহ অত্যন্ত গভীর ও তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। এগুলি তো হলো ঐ সব পীড়াদায়ক বিদ্বেষ ভরা কথা. যা ইসলামের শত্রু আসবর্ণ ও ইমাদ-উদ্দিনরা বলে এসেছে এবং মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে। এসব ছুরি আপাদৃষ্টিতে মিষ্টমধুর মনে হলেও আসলে তীব্র বিষ মাখানো, তাই এগুলি অধিকতর মারাত্মক। এগুলিকে 'রুহে ইসলাম' যারা বলে তাদের উপর আক্ষেপ, শত আক্ষেপ।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নাস্‌র' ২২শে ফেব্রুয়ারী '৮৫)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ.

হে মুজাহিদ চল—

ইসলাম রবি ঐ আসছে ধেয়ে, আঁধার নেবে চির বিদায়
কায়েম হবে স্বর্গ-রাজ্য—খেলাফতেরই ছত্র ছায়ায়।
শয়তানী যত হবে নিস্ফল, ইবলিসের এবার শেষ বিদায়,
যুলুমের হবে চির অবসান, খেলাফতের—আলোক প্রভায়।
ষড়যন্ত্র সবই হয়েছে ব্যার্থ ইবলিসের মাতম উঠেছে তাই,
ফুঁ দিয়ে আজ নিভে দিতে চায় সত্যের এ জ্বলন্ত রৌশনাই।
পেরেছে কি কভু অতীতে কখনো ? ফেরাউন মরেছে প্রতিবার,
বিজয়ী হয়েছে সত্য সদাই—মূসারা হয়েছেন সবাই পার।
বিজয়ের ঐ মহা বাণী নিয়ে আলী হায়দার* দিচ্ছে হাঁক,
দোয়ার অস্ত্র কাঁধে নিয়ে চল মোদের খলিফা দিচ্ছে ডাক।
আরাম আয়েশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হে মুজাহিদ হও আগুয়ান,
জিন্দা করিতে ইসলাম আজি দান কর প্রাণ হে নওজোয়ান।
হে সত্যানুরাগী, এস তাড়াতাড়ি মোদের কাফেলায় হও শামিল,
এ মহা দুর্যোগে পাবে না রক্ষা এখনো যদি রও গাফিল।
মোদের কাফেলায় রয়েছে বেলাল ঐ শোন তার আজান
নিদ্রাবিভূত জাতিরে ডাকিছে তুলিয়া কত মধুর তান।
সামনে রয়েছে একরামা খালেদ, মুসা ও তারেক রয়েছে পাশে,
নিঃশেষে প্রাণ করেছে দান—যাহারা খোদার পাওয়ার আশে।
বিপদ বাঁধা পাড়ি দিয়ে চল হয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান,
তাকওয়ার ভূষণে আবৃত তুমি সাথে তো বন্ধু সর্বশক্তিমান।
ভয় তবে কিসে ? আর নয় দেরী জোরে চল—হে মাহদীর সেনাদল,
করিতে মুক্ত এ বিশ্ববাসীরে—ছিড়ে ফেল ঐ জাহেলী শিকল।

—খন্দকার মোহাম্মদ মাহবুব-উল-ইসলাম

---

* আলী হায়দার বলতে এখানে খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-কে বুঝানো হয়েছে—সাদৃশ্যগত কারণে।

সংবাদ

ঢাকায় খেলাফত দিবস ও তবলিগী সভা উদযাপিত

আল্লাহতায়ালার খাস ফজল ও রহমতে বিগত ২৭শে মে ১৯৮৫ ইং তারিখে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ও বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার যৌথ উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস ও তবলিগী সভা স্থানীয় দাঃ তঃ মসজিদ হলরুমে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় আহমদীগণ ছাড়াও অনেক গয়ের আহমদী জেরে-তবলিগ বন্ধু উক্ত সভায় যোগদান করেন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুস সালাম নন্দনপুরী। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। দোওয়া করান মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ। অতঃপর মোহাম্মদ ইব্রাহিম হুসেন (চাঁনতারা জামাত) সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে দুররে ছমিন থেকে উর্দু নযম পেশ করেন। সভার আলোচ্য বিষয় "আহমদীয়া জামাত ও খেলাফতের উপকারিতার তাজা নিদর্শন" এর উপর মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব পবিত্র কোরআন হইতে সুরা নূরের আয়াত ইস্তেখালাক ও পূর্বাপর আয়াত সমূহের জ্ঞানগর্ভ দরস দান করেন এবং সেই সঙ্গে মূল বক্তব্য বিষয়েও বিস্তারিত আলোকপাত করেন। পরে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতির ভাষণ দান করেন। উল্লেখ্য যে সভাশেষে প্রশ্নোত্তরের আসরে হিন্দু ভাই বিমল বাবুসহ বিভিন্ন ভ্রাতা প্রশ্ন করেন, সেগুলির উত্তর যথাক্রমে মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব নজীর আহমদ ভুঁইয়া, জনাব মকবুল আহমদ খান ও জনাব হাকিম উদ্দীন সাহেব প্রদান করেন। সভাশেষে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য এক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। অবশেষে দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। —মোহাম্মদ সালেক, জেঃ সেঃ ঢাকা।

ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ১৭-৫-৮৫ ইং তারিখে বাদ মাগরেব ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে দারুল হামদে একটি তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। ডঃ মোজাহিদ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নূরুল হোসেন সাহেব। সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তানে আহমদীয়া তথা মানবতা বিরোধী কর্যকলাপের উপর ভিত্তি করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সাহেব। অতঃপর ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন বিষয়ে জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক জনাব আমীর হোসেন সাহেব। আহমদীয়া জামাত ও বিশ্বব্যাপি ইসলাম প্রচার বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জনাব আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। একমাত্র আহমদীয়া জামাতই যে শত সহস্র বাধাবিপত্তি সত্বেও সমগ্র বিশ্বব্যাপি ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত তা তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কিছু গয়ের আহমদী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে ছিল প্রশ্নোত্তর আলোচনা। সভা শেষে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়িত করা হয়। খাকসার—খন্দকার মোহাম্মদ মাহবুব উল-ইসলাম, কায়েদ, ময়মননসিংহ মঃ খোঃ আঃ

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কামিয়াব সালানা জলসা

পরম করুণাময় আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দুই দিন ব্যাপী সালানা জলসা উহার আলীশান ও আকর্ষণীয় দ্বিতল মসজিদে পহেলা ও ২রা মে অত্যন্ত কামিয়াবির সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ে আল্লাহতায়ালা দুর্বল বান্দাদের দোয়া কবুল করার নিশান স্বরূপ নিজ ফজল ও ফেরেশতাদের নযুলের এক উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ করিলেন, যাহা দেখিয়া উপস্থিত মোমেনগণের অন্তরে খুশীর ঢেউ বহিয়া গেল। ইহা বিস্তারিত বলার এখন সময় নহে। অনুষ্ঠান সূচী অনুযায়ী প্রথম অধিবেশন দুপুর তিন ঘটিকায় জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয় এবং নামায মাগরেবের বিরতি সহকারে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত জারি থাকে।

তেলাওয়াত কুরআন পাক ও নযম পাঠ করার পর জনাব রেযাউল করীম সাহেব, কায়েদ মঃ খোঃ আঃ সুন্দরবন, জনাব আবদুস সামাদ সাহেব, জনাব মযহারুল হক সাহেব সেক্রেটারী ইসলাহ-ও-ইরশাদ বাঃ আঃ আঃ, খাকসার আবদুল আযীয সাদেক, জনাব আলী সাহেব হেড মাষ্টার সুন্দরবন হাইস্কুল জনাব মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী পর্যায়ক্রমে ......কলেমার ফযিলত ও গুরুত্ব, তরবিয়তে আওলাদ, মানব জীবনের লক্ষ্য ও উহা লাভ করার উপায়, যুগ ইমামের লক্ষণাবলী এবং রাহমাতুললিল আলামীনের জীবন আদর্শের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর জনাব সভাপতি সাহেবের মূল্যবান নসিহতের পর প্রথম অধিবেশন অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন ২রা মে বেলা তিন ঘটিকায় আরম্ভ হয় জনাব শামসুর রহমান সাহেব প্রেসিডেন্ট সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভাপতিত্বে। তেলাওত ও নযম পাঠ করার পর জনাব মৌলভী হুসেন মোহাম্মদ সাহেব মোয়াল্লেম বাঃ আঃ আঃ, জনাব শেখ আবদুল গনী সাহেব, জনাব মাযহারুল হক সাহেব, খাকসার আবদুল আযীয সাদেক, জনাব আলী সাহেব এবং জনাব মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব যথাক্রমে দাওয়াত ইলাল্লাহ, বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস, অনুষ্ঠিত বাইবেলে প্রতিশ্রুত মসীহ, এতায়েত নিযাম, সুন্দর মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের খণ্ডন ও দাজ্জাল-ইয়াজুজ মাজুজের খুরুজ, ওফাতে ঈসার অকাট্য দলীলাদী এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে খাতমে নবুওয়তের তাৎপর্য এর উপর গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতার পর গয়ের শ্রোতামণ্ডলীর মধ্য হইতে কেহ কেহ লিখিত প্রশ্নসমূহ যাহা আদব ও সত্যান্বেষণের ভিত্তিতে করা হইয়াছিল এবং সংখ্যায় প্রায় বিশ পঁচিশটি ছিল সেই সবগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়। অবশেষে জনাব সভাপতি সাহেব তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে শ্রোতামণ্ডলীকে মূল্যবান নসিহত করেন এবং সত্যের প্রচারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া ইংল্যাণ্ডের

জামাতের তরফ হইতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জলসায় যোগদান করিয়া তিনি স্বচক্ষে যে সকল ঈমানবর্ধক নিদর্শন দেখিয়াছেন উহা উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বশেষে সমাপ্তি দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি জলসা সমাপ্ত হয়।

জলসার কাজ ও প্রোগ্রামের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব বশির আহমদ সাহেব চেয়ারম্যান জলসা কমিটি এবং মতিউর রহমান সাহেব ও মোহাম্মদ সাদেক সাহেব। স্থানীয় খোদ্দাম মোঃ আসলম সাহেব ও ওসিকুর রহমান সাহেব সুমধুর কণ্ঠে নযম পাঠ করিয়া শ্রোতামণ্ডলীকে আনন্দিত ও উপকৃত করেন। জাযাহুমুল্লাহ আহসানাল জাযা।

উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর সংখ্যা ৮শ হইতে এক হাজার ছিল যাহাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সংখ্যা ছিল গয়ের আহমদী ভাইদের। লাউড স্পীকারের উত্তম ব্যবস্থা ছিল, নীচে প্রয়োজন অনুযায়ী লাউডস্পীকার ছাড়াও দ্বিতল মসজিদের সুউচ্চ মিনারায়ও তিনটি শক্তি শালী লাউডস্পীকার লাগানো হইয়াছিল যদ্বারা সমস্ত গ্রামে আওয়াজ পৌঁছানো হইয়াছে। "হার তরফ আওয়াজ দেনা হ্যা হামারা কাম আজ। জিস্‌কি ফিৎরাত নেক হ্যা আয়েগা ওহ আঞ্জামকার।" —(হযরত মসীহ মওউদ আঃ)।

খাকসার— **আবদুল আযীয সাদেক**

কৃতি ছাত্র ও দোওয়ার আবেদন

১। আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ জাকারিয়া (জাকের) পিতা আহমদ আয়াতুর রহমান (ফারুক), এডভোকেট, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় হইতে অষ্টম শ্রেণীতে (১৯৮৫) টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাইয়াছে।

সে মরহুম আনিসুর রহমান, এডভোকেট সাহেবের পৌত্র এবং পিতার প্রথম সন্তান। সে ইতিপূর্বে ৫ম শ্রেণীতেও বৃত্তি পাইয়াছিল। সে রূহানী ও পার্থিব উন্নতির জন্য সকলের দোওয়া প্রার্থী।

২। বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) নিবাসী জনাব মোঃ ইয়াসীন নূরী সাহেবের ৫ম পুত্র মোঃ ইউসুফ আলী ১৯৮৪ সালের অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্ট পুলে বীর গঞ্জ হাই স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে যেন আল্লাহ তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকতর কৃতকার্যতা দান করেন এবং খাদেমে-দ্বীন করেন।

৩। ফেনী উপ-কারাগারের সাব-জেইলার তারুয়া নিবাসী আহমদী ভ্রাতা মোহাম্মদ আবু তাহের সাহেবের তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ হোসেন চপল ১৯৮৪ সালের অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কক্সবাজার জেলার কচ্ছপিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ১ম গ্রেডে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাইয়াছে।

সে যেন ভবিষ্যত জীবনে অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করিতে এবং দ্বীনের উৎকৃষ্ট খাদেম হইতে পারে সেইজন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো হইতেছে।

শোক সংবাদ

১। অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বন্ধুগণকে জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশের প্রবীণ মুখলেস আহমদী ভাই মরহুম জনাব চৌঃ মুযাফ্‌ফর উদ্দীন সাহেব যিনি একযুগে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশেও দীর্ঘকাল সিলসিলার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী রশীদা খাতুন সাহেবা ৭ই মে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করিয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাহে রাজেউন।

মরহুমা অত্যন্ত দীনদার ও নেক মহিলা ছিলেন। মানব সহানুভূতি ও সেবার ভাব প্রবণতা তাঁহার মধ্যে এমনভাবে বদ্ধপরিকর ছিল যে, মহল্লায় যখনই কোন মহিলা অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত হইত, মরহুমা সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া বিদ্যুৎগতিতে সকলের আগে তাহার নিকট হাযির হইতেন এবং নিজের আরাম বিসর্জন করিয়া যথাসম্ভব সেবা শুশ্রূষা করিতেন; এই ক্ষেত্রে তিনি ধনী-গরীবের আদৌ কোন প্রভেদ করিতেন না। মসজিদে নামায জুমআ, জলসা ও ইজতেমা ইত্যাদি উপলক্ষে তিনি প্রথমে হাযির হইতেন এবং প্রথম সারিতে থাকিতেন। মরহুমা কাদিয়ানের সাহেবযাদা পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব যিনি কায়েদা ইয়াস্‌সারনাল কুরআন আবিস্কার করিয়াছেন, তাঁহার দৌহিত্রী ছিলেন। তিনি দীনের খাতিরে স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বসবাস করিয়াছেন এবং জামাতের তালীম ও তরবিয়াতের উদ্দেশ্যে আগ্রহের সহিত বাংলাভাষা শিখিয়াছিলেন এবং এমন সুন্দর ভাবে বাংলা বলিতেন যে বুঝাই যাইত না, তিনি একজন বাঙ্গালী, না অবাঙ্গালী।

মরহুমা দুই কন্যা, চারপুত্র এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার এক পুত্র জনাব মগফুর আহমদ সাহেব ওয়াকেফে যেন্দেগী, যিনি পিতার ন্যায় সিলসিলার সেবায় নিয়োজিত আছেন।

ঢাকার দুই স্থানে মরহুমার নামাযে জানাযা গায়েব পড়া হইয়াছে। জমাআতের সকল ভাই বোনদের নিকট মরহুমার বুলন্দীয়ে দরজাতের জন্য ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোওয়ার দরখাস্ত রহিল! খাকসার—**আবদুল আজিজ সাদেক**

২। অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাইতেছে যে, ক্রোড়া লাজনা এমাউল্লাহর প্রবীণ সদস্যা জনাবা জহুরুন্নেছা বেগম সাহেবা গত ২১শে মে রাত ৩টায় ৬৫ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না……রাজেউন)। মরহুমা অত্যন্ত সদালাপী ও মিষ্টিভাষিণী ছিলেন এবং তবলিগী ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। জামাতের লাজনা সংগঠনকে সমৃদ্ধশালী করিতে নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রাম জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নজীর আহমদ মরহুমার পুত্র।

আল্লাহতায়ালা যেন মরহুমার রুহের মাগফেরাত ও মরহুমার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পূর্ণ সবর ও এস্তেকামত দান করেন তার জন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। সংবাদদাতা—নঈম তাহমীদ

তারুয়া আঞ্জুমান আহমদীয়ার পাকা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ২১শে মে ৮৫ইং তারিখে তারুয়া জামাতের পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, আল হামদুলিল্লাহ্। এই উপলক্ষে বাঃ মঃ আনসারুল্লাহর নাজেমে আ'লা মোহতারম আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান সাহেব এবং বেগম সামাদ খান চৌধুরী (প্রেসিডেন্ট, বাংলাদে শলাজনা ইমাউল্লাহ) মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসাবে ঢাকা হইতে আগমনপূর্বক ২টা ৩০মিনিটে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আহমদ আলী সাহেব ও সদস্যগণ ছাড়াও আশেপাশের কয়েকটি জামাত হইতে আগত বহু আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর উপস্থিতিতে সকাতর দোওয়ার মাধ্যমে মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং আরও অনেকে তাঁহার অনুকরণে ইস্টক স্থাপন করেন।

এ পবিত্র অনুষ্ঠানটির পূর্বে মোহতারম ডাঃ সাহেব ঈমানবর্ধক খোৎবা প্রদানপূর্বক জুমায়র নামাজ পড়ান এবং নামাজের পর আনসারুল্লাহর একটি আলোচনা সভায় জরুরী নির্দেশ ও উপদেশ-বলী দান করেন, তেমনি পৃথকভাবে লাজনা ইমাউল্লাহর একটি আলোচনা সভা মোহতারেমা বেগম সামাদ খান চৌধুরী সাহেবার সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মোবাশ্বের আহমদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারুয়া আঃ আঃ

আনসারুল্লাহর বার্ষিক তালিমী প্রোগ্রাম

মজলিসে আনসারুল্লাহ মার্কাজিয়া (রাবওয়া) হইতে প্রাপ্ত ১৯৮৫ সনের মধ্যে পালনীয় তালিমী প্রোগ্রাম নিম্নে দেওয়া হইল এবং এই প্রোগ্রাম বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সমস্ত সদস্যদের জন্য পালনীয় :—

যেখানে মজলিস নাই সেখানে ব্যক্তির উপর এই প্রোগ্রাম প্রযোজ্য।

১। প্রত্যেক আনসারকে নামাজের কালাম অর্থসহ মুখস্ত করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক আনসারকে পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় পারার (অর্থাৎ সাইয়াকুলু) অর্থ শিখিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক আনসারকে পবিত্র কুরআনের শেষ ১০ (দশ) সুরা মুখস্ত করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রোগ্রামের দুইটি পরীক্ষা লইতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথম পরীক্ষাটি লইতে হইবে ৩০শে মে '৮৫ ও দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হইবে ৩০শে নভেম্বর '৮৫ এর মধ্যে এবং ইহার ফলাফল নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রোগ্রাম ব্যতীত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত নিম্নলিখিত কিতাব মাসিক ভিত্তিক অধ্যায়ন করার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে :—

১। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫—আল-ওসিয়ত ; ২। মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৫—জরুরতুল ইমাম ; ৩। মে-জুন, ১৯৮৫ ইসলামী নীতিদর্শন, ৪। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৫—একটি ভুল সংশোধন ; ৫। নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৫—ফতেহ ইসলাম।

যাহারা উর্দু জানেন তাহারা হুজুরের (আঃ) মূল উর্দু কিতাব পাঠ করিবেন। যে সকল জামাতে এই কিতাব নাই তাহারা ঢাকা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিবেন।

উপরোক্ত প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতিমাসে খাকছারের নিকট প্রেরণ করিবেন। খাকছার— আবদুল কাদের ভুইয়া মোতামাদ তালিম
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, ঢাকা।

শুভ বিবাহ

১) তারুয়া নিবাসী জনাব আবদুল ওয়াহীদ সাহেবের কন্যা মোছাঃ ইয়াসমিন বেগমের সহিত কোড়াবাড়ী ক্রোড়া নিবাসী জনাব আবু আহমদ সাহেবের পুত্র মোঃ হেলাল উদ্দিনের শুভ বিবাহ ৩০,০০১ (ত্রিশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে বিগত ৩১ শে মে' ৮৫ তারিখে শুক্রবার বাদ নামাজ জুমুয়া ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে সবিশেষ দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

২) উলচাপাড়া—বিঃ বাড়ীয়া নিবাসী মরহুম মোহাঃ মাজহারুল ইসলাম সাহেবের কন্যা মোছাঃ জাহানারা বেগমের সহিত তারুয়া নিবাসী মরহুম মুন্সী ওয়াহেদ উল্লাহ সাহেবের পুত্র জনাব ইবরায়েতুল হাসানের শুভ বিবাহ ২০,০০১ (বিশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে বিগত ৩১ ৩১শে মে ৮৫ তারিখে বাদ মাগরিব ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

৩) বিগত ১২ই মে ৮৫ তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক শুরার তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে রামনগর (দারুল মাহদী)—রিকাবী বাজার নিবাসী জনাব ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের কন্যা মোছাঃ জেরিন আক্তার (প্রথম বর্ষ আই-এ)-এর সহিত নুরপুর—রিকাবী বাজার নিবাসী মরহুম ডাঃ মোঃ নুর হোসেন সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন (বি, এ, অনার্স এম, এ,)-এর শুভ বিবাহ ছয় হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে সকাতরে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

৪) দুর্গারামপুর নিবাসী মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ ফরিদা ইয়াসমীন (চায়না)-এর সাথে কটিয়াদী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব কবিরাজ মোঃ ইজাজুল হক সাহেবের তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আলী আহমদের (চান্দু) শুভ বিবাহ ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে ১৭ই মে ১৯৮৫ ইং রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান জামাতের সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সবিনয়ে দোওয়ার আবেদন করিতেছি।

আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

আগামী ৫ ও ৬ই জুলাই ৮৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ। সকল আহমদী ভ্রাতার খেদমতে উক্ত জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ এবং জলসার কামিয়াবীর জন্য দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

খাকসার—
শরীফ আহমদ
প্রেসিডেন্ট, আহমদনগর আঃ আঃ

খোদ্দামুল আহমদীয়ার তবলীগি সফর

ঢাকা হইতে ১৬ মাইল দূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঐতিহাসিক সোনার গাঁও এর নিকটবর্তী কানাইনগর নামক স্থানে ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ১৮।৪।৮৫ ইং বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব এক মনোজ্ঞ তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদু লিল্লাহ)। উক্ত সভা পরিচালনার জন্য ঢাকা হইতে চারজন খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ হচ্ছেন সর্বজনাব ১। হাবিবুল্লাহ সাহেব (আমীরে কাফেলা), ন্যাশনাল কায়েদ বাঃ মঃ খোঃ আঃ ২। আবুল খায়ের বিভাগীয় কায়েদ, ঢাকা, ৩। মঈন উদ্দীন আহমদ সিরাজী, নাজেম আতফাল বাঃ মঃ খোঃ আঃ, ৪। শহিদুল ইসলাম, জেলা কায়েদ চট্টগ্রাম। তাছাড়া নারায়নগঞ্জ মজলিশের কায়েদ সাহেরের নেতৃত্বে উক্ত জামাতের মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের সাহেবসহ পাঁচ জন খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় ১৬ জন গয়ের আহমদী ভ্রাতা রাত্র ১২-০০ ঘটিকা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বহুল বক্তব্য শ্রবণ করেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমাদের নামাজ আদায়ের কায়দা সম্বন্ধে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা অপোনোদনের পর তাহারা আমাদের সাথে নামাজ আদায়ের আহবানে সাড়া দিয়া আমাদের সাথে নামাজ এশা আদায় করেন এবং এই ব্যাপারে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হওয়ার ফলে তাহারা পর দিন (১৯।৪।৮৫ ইং) ফজরের নামাজও আমাদের সাথে আদায় করেন। বাদ ফজর সুরা তকবিরের দরস প্রদান করেন হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব, মোয়াল্লেম। উক্ত দরসে সংক্ষেপে তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত যুগের সাক্ষী সমূহ পেশ করেন। অতঃপর কানাইনগর হালকার সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জামাতী কার্যক্রম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয়।

সকল স্থানীয় মজলিশকে অনুরূপ তবলীগী সফর কর্মসূচী জারী রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার— আবুল খায়ের, বিভাগীয় কায়েদ, ঢাকা।

খেলাফত দিবস উদযাপিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ২৭শে মে, ১৯৮৫ইং রোজ সোমবার বাদ আছর **নারায়ণগঞ্জ** জামাতের উদ্যোগে সাফল্যের সহিত খেলাফত দিবস পালিত হয়। জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ আবুল খায়ের সাহেব (মোয়াল্লেক), উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব মুসলিমউদ্দিন আহমদ সাহেব। খেলাফত দিবসের উপর মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব হামিদউল্লাহ সিকদার সাহেব, জনাব রফিউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম সাহেব। ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উপস্থিত রোজাদারদের জন্য ইফ্‌তারের ব্যবস্থা করেন জনাব মজমুল হক খন্দকার সাহেব।

—মইনউদ্দিন আহমদ, জেঃ সেঃ, না-গঞ্জ আঃ আঃ

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য সকল জামাতেও উক্ত তারিখে খেলাফৎ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত পবিত্র দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। যেমন, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, উখলি, নাটোর, জামালপুর (সিলেট) এবং আরো অনেক জামাতের পক্ষ হইতে প্রেরিত বিস্তারিত প্রতিবেদন সমূহ পত্রিকায় স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আমাদের সকাতর দোওয়া, আল্লাহতায়ালা যেন সকলকে অশেষ সওয়াব ও দ্বীনি ও দুনিয়াবী কল্যাণে ভূষিত করেন এবং অধিকতর এখলাস ও উৎসাহের সহিত দ্বীনি খেদমত পালনের তৌফিক দান করেন। আমীন।

(সঃ সঃ আহমদী)

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের
১১তম বার্ষিক তা'লিম-তরবিয়তী ক্লাশ সুসম্পন্ন

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও রহমতে গত ২৮শে মে '৮৫ হইতে ৭ই জুন '৮৫ পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১১তম বার্ষিক তালিম ও তরবীয়তি ক্লাশ অত্যন্ত সাফাল্যজনকভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে (আলাহামদুলিল্লাহ)। উক্ত তালিম-তরবিয়তী ক্লাশে কোরআন, হাদীস, উর্দ্দু, সেলসেলার কিতাব, তরবিয়তী ও তবলিগী মসলা মাসায়েল, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রতিদিন রাত ২-৪৫ ঘটিকা হইতে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে কর্মসূচী শুরু হইয়া রাত ৯-৩০ ঘটিকায় বা-জামাত তারাবিহ্‌র নামাজ পর্যন্ত চালু থাকিত। এই মহতী ক্লাশে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২৭টি মজলিস হইতে ১৩০ জন ছাত্র যোগদান করিয়া বিশেষ ফায়দা হাসিল করে।

গত ২৭শে মে '৮৫ বেলা ৩-০০ ঘটিকার সময় মোহতারম ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ এর প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ মোহতরম হাবিবুল্লাহ সাহেব এই ক্লাশ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠ করেন দারুত তবলিগ মজলিসের তিফল আহমদ সাকেব মাহমুদ এবং নজম পাঠ করেন কুমিল্লা মজলিসের খাদেম তানভিরুল হক। আহাদ পাঠ পরিচালনা করেন মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ বাঃ মঃ খোঃ আঃ। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে ক্লাশের নিয়মিত কর্মসূচী শুরু হয়।

এই ক্লাশে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দুইজন সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মোয়াল্লেম মাওলানা মনোয়ার আলী সাহেব, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ বাঃ আঃ জনাব মাজহারুল হক সাহেব, নাজেমে আ'লা বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, প্রেসিডেন্ট বাঃ লাজনা এমাউল্লাহ, সেক্রেটারী উমুরে আমা বাঃ আঃ এবং জামাতের বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ ক্লাশকে সার্থক করিয়া তুলিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বিভিন্ন মজলিস হইতে আগত খোদ্দাম ও আতফলকে প্রকৃত তালিম দিতে তাঁহারা বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। এই ক্লাশের শেষ দিকে ক্লাশে যোদানকারী ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গত ৭ই জুন '৮৫ বাদ জুম্‌য়া উক্ত ক্লাশের সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বাঃ মঃ আনসারুল্লাহ্‌ এর নাজেমে আ'লা মোহতারম আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী। শুরুতে কুরআন পাঠ করেন ময়মনসিংহ মজলিসের খাদেম জনাব আবদুল হান্নান এবং নযম পাঠ করেন চাঁনতারা মজলিসের জনাব ইব্রাহীম হোসেন। তাঁহারা দুইজনই প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকারী। খাকছার (আবুল খায়ের) প্রথম ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের নাম ঘোষণা করে এবং মোহতারম নাজেমে আ'লা সাহেব তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করিয়া সমাপ্তি ভষণ দান করেন। তরপর উক্ত ক্লাশের চেয়ারম্যান জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ সিরাজী সাহেব শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। আহাদ পাঠ করান মোহতারন ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ। সর্বশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে ১১তম তালিম তরবীয়তি ক্লাশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খাকসার—
আবুল খায়ের, সেক্রেটারী, তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তরফ থেকে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে ২০ হাজার টাকা অনুদান

সাম্প্রতিক কালের নজিরবিহীন ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপসমূহের ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত অংগ-সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত কুড়ি হাজার টাকা মহামান্য রাষ্ট্রপতির ত্রাণ-তহবিলে প্রদান করা হয়।

(ক) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া টাঃ ৫,০০০/
(খ) ঢাকা অঞ্জুমানে আহমদীয়া টাঃ ৫,০০০/
(গ) বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ টাঃ ৫,০০০/
(ঘ) বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ টাঃ ৩,০০০/
(ঙ) বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া টাঃ ২.০০০/

বিগত ৬ই জুন, ১৯৮৫ তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর-১ মোহতারম জনাব ভিজির আলী ও জনাব এ, কে রেজাউল করিম (সেক্রেটারী ফাইনান্স) বঙ্গভবনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের নিকট মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের একটি পত্র সমেত কুড়ি হাজার টাকার পে-অর্ডার প্রাদান করেন।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক প্রসাশকের নিকট লিখিত মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পত্রটির বঙ্গানুবাদ সকলের অবগতির জন্য নিম্নে দেয়া হলো :

মাননীয় রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপ সমূহের উপর দিয়ে যে নজীর বিহীন ঘুর্ণিঝড় জলোচ্ছাস বয়ে গেছে এবং ফলে অসংখ্য জানলালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তাতে আমরা শোকাভিভূত ও এ জন্য আমরা আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। জাতির এ দুর্যোগে আপনার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত ত্রাণতৎপরতা এবং তৎসংগে সরকারের সকল প্রকার প্রচেষ্টা উচ্ছাসিত প্রশংসার দাবী রাখে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানটি একান্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এটির সার্বিক ব্যয়ভার শুধুমাত্র সদস্যদের দেয়া চাঁদার উপর নির্ভরশীল বিধায়—অধিক পরিমাণ সাহায্য প্রদানের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত।

তথাপি, আমাদের আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ এ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভাইবোনদের সাহায্যার্থে আপনার খেদমতে কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করছি ও তৎসঙ্গে সতত দোওয়া করছি—পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা যেন এ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভাইবোনদের জান-মালের অপুরনীয় ক্ষতি সমুহ বরদাশত করে দুর্যোগ কাটিয়ে উঠার তৌফিক প্রদান করেন, আমীন।

আপনার একান্ত অনুগত নাগরিক,

মোহাম্মাদ

ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

তাং ২/৬/৮৫

পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইসলাম বিধ্বংসী নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের নিন্দা ও প্রতিবাদ

'দৈনিক 'জংগ' (করাচী ও লাহোর) প্রকাশিত সংবাদ ঃ

খাজা খায়েরউদ্দিনের পক্ষ হইতে নিন্দা, প্রতিবাদ ও দাবী

করাচী—অবলুপ্ত মুসলিমলীগ (খাজা খায়েরউদ্দিন গ্রুপ) এবং এম, আর, ডি-এর জেনারেল সেক্রেটারী খাজা খায়েরউদ্দিন সিন্ধুপ্রদেশে ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন অভিযোগে সত্তর (৭০) জন কাদিয়ানী (অর্থাৎ আহমদী)-কে গ্রেফতার করায় কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ধর্ম ও ফের্কার সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষদের মধ্যে মার্জনা, সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌহার্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই হলো এই প্রদেশটির বহু শতাব্দী কালের সুপ্রচীন ঐতিহ্য। ধর্মীয় ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপে এই প্রদেশের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাই অবশ্য অবশ্যই ইহার অবসান ঘটা উচিত। তিনি সরকারকে দোষারোপ করিয়া বলেন যে কাদিয়ানী (আহমদী)-দের গ্রেফতার করার ব্যাপারে সরকার একটা পার্টি ও পক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এই উপায়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আসল সমস্যাবলীর দিক হইতে সরাইয়া দিতে চাহেন।

তিনি বলেন, আমরা যদিও কাদিয়ানী নই, কিন্তু ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির খাতিরে আমরা আহমদীদিগকে অনতিবিলম্বে কারামুক্ত করার এবং আরোপকৃত সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য জোর দাবী জানাইতেছি। তিনি সিন্ধুদেশের সকল শ্রেণীর লোকের অধিকার সমূহ অনতিবিলম্বে পুনর্বহাল করার জন্যও দাবী জানান। (দৈনিক 'জংগ' —করাচী, ১০ই মে ১৯৮৫ইং)

ডাঃ হামিদা খোড়োর পক্ষ হইতে কাদিয়ানীদের মুক্তি দাবী

করাচী (নিজস্ব প্রতিনিধি)—সিন্ধু প্রদেশে সম্প্রতি শত শত কাদিয়ানী (আহমদী)-কে কলেমা তৈয়ব সম্বলিত ব্যাজ ধারনের অভিযোগে গ্রেফতার করাটা সংকীর্ণতা বৈ কিছুই নয়। ডাঃ হামীদা খোড়ো বলেন যে, সিন্ধুদেশ হইল ইসলামের প্রবেশ-দ্বার। এবং এখানে ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিত্তিতে কোন রকম কার্যকলাপ হওয়া উচিত নয়। কেননা এই রূপ কার্যকলাপ ও পদক্ষেপে কুদরত (বিধাতা) রুষ্ট হইবেন। তিনি সরকারের উপর জোর দেন যে এইভাবে গ্রেফতারকৃত সকল কাদীয়ানীকে অনতিবিলম্বে কারা মুক্ত করা হউক এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল প্রকার হাস্যাস্পদ অভিযোগ সমূহ প্রত্যাহার করা হউক। (দৈনিক 'জংগ'—লাহোর, ৮ই মে '৮৫ইং পৃঃ ৮ কঃ ৮)

পাকিস্তান সম্পর্কে 'এমেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর রিপোর্ট

লাহোর (রিপোর্টিং ডেস্ক)—সাবেক ফেডারেল অর্থ মন্ত্রী এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির বিশিষ্ট নেতা ডঃ মোবাশ্বের হাসান গতকাল (৬ই মে) এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে দিয়া 'এমেস্টি ইন্টার নেশন্যাল'-এর পাকিস্তান সম্পর্কিত প্রতিবেদনও পেশ করেন। .....

ডঃ মোবাশ্বের হাসান বলেন যে 'এমেস্টি ইন্টার ন্যাশনাল'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার আট বৎসর ব্যাপী মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের কঠোরভাবে বরখেলাপ করিয়া চলিয়াছে। পাকিস্তানে..... চিন্তা-চৈতনা এবং ধর্মবিশ্বাস ও প্রচারের স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। ধর্ম-কর্ম ও ইবাদত ইত্যাদির উপরও বাধা-নিষেধ আরোপিত রহিয়াছে। .....উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আহমদীদের আজান দেওয়ার এবং বুকে কলেমা তৈয়ব সম্বলিত ব্যাজ ধারণ করিবারও অনুমতি নাই। এই প্রসঙ্গে বহু লোককে দণ্ডিত করা হইয়াছে.....।

(দৈনিক 'জংগ'—লাহোর, ৭ই মে '৮৫ইং, পৃঃ ১ কঃ ৫, পৃঃ ৪ কঃ ২)

(সাপ্তাহিক 'লাহোর' হইতে সংকলিত ও অনুদিত) : —মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

আহমদীয়া জামাতের ৬৬তম আন্তর্জাতিক বার্ষিক মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত :

সতের (১৭) কোটিরও অধিক রুপীর আয়ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন

রাবওয়া : আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে জামাত আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক মজলিসে শুরা ২৯, ৩০ ও ৩১শে মার্চ, ৮৫ ইং সাফল্যজনকভাবে মরকাজ হইতে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর সাময়িক অনুপস্থিতির কারণে হুজুরের নির্দেশক্রমে শুরার সকল অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন নাজেরে আ'লা ও রাবওয়ার আমীরে মোকামী মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব। মজলিসে শুরায় যোগদানকারী পুরুষ প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল নয়শত পঁচিশ এতদ্ব্যতীত মহিলা প্রতিনিধিরা পর্দার ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত শুরায় অংশগ্রহণ করেন। যোগদানকারী প্রতিনিধিগণ এবং তিনটি আঞ্জুমান ও অংগ-সংগঠনের সদস্যগণ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহরীকে জদীদ আঞ্জুমানে আঃ ও ওক্‌ফে জদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আয় ব্যয়সংক্রান্ত পৃথক পৃথক সর্বমোট সতের (১৭) কোটিরও অধিক রুপীর বাজেটসহ এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবাবলী যথাবিহিত পর্যালোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে হুজুরের মনজুরি সাপেক্ষে অনুমোদন করেন। আল-হামদুলিল্লাহ আলা যালেক। ('বদর'—কাদিয়ান, ৯ই মে ৮৫ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত বিস্তারিত রিপোর্টের সারসংক্ষেপ)

--আহমদ সাদেক মাহমুদ

DAWN

Thursday, May 9, 1985

Ahmadiya Jamaat clarifies

Dawn Lahore Bureau

LAHORE, May 8 : The Ahmadiya Jamaat has said that it is shocked at the Majlis–i–Tahaffuz-i- Khatam-i–Nabuwwat's view on the Jammat's cardinal belief on the Kalima Tayyaba.

In a Press statement issued here on Wednesday, the Jamaat said that it was unfortunate that the Majlis Khatam–i–Nabuwat had in its blind opposition to Jamaat tried to exploit the Kalima Tayyaba, which was the corne-rstone of the faith of all Ahmadis and Muslims.

"We reiterate that our belief in the Kalima Tayyaba is the same as that of any Muslim, and should we believe otherwise the wrath of Allah Almighty be upon us. We believe there is one Allah and that Mohammad (May peace and blessings of Allah be upon him) is His Prophet and that Allah's last message to humankind was revealed through Prophet Mohammad (May peace blessings of Allah be upon him) and that is mandatory on all believers to follow it in letter and spirit", the statement said.

"Our beloved homeland was created in the name of the 'Kalima' under the leadreship of our great Quaid. We also actively participated in this struggle and shall continue to adhere to the 'Kalima'. Those oppose us now called the Quaid the Kafir–i–Azam and named Pakistan as 'Palidistan'. We call upon our brothers and sisters in the country to snub such elements and strive to promote religious tolerance and freedom of belief. Such elements have always sowed seeds of discontent and hatred amongst various sects and sections of of society for the promotion of their nefarious ends", the statement concluded.

স্কুল পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

গত ২৩-৪-৮৫ রাজশাহী আনজুমান-ই-আহমদীয়ার মেধা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গত ৮৪' সালের বার্ষিক স্কুল পরীক্ষায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ সভায় ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম সাহেব যারা পড়া-লেখা ইচ্ছাকৃত ভাবে বন্ধ রেখেছে তাদেরকে অলসতা ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে উন্নতির জন্য পড়ালেখা করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি বিনা দ্বিধায় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, এম, আবদুস সাত্তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করেন। সংবাদদাতা : সেক্রেটারী মাল রাজশাহী আঃ আঃ

শুভ বিবাহ

১) বিগত ২৮-১২-৮৪ ইং রংপুর (মুন্সীপাড়া) আঞ্জুমানে আহমদীয়া মসজিদে (মরহুম এডভোকেট বদর উদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসায়) রংপুর মুলাটোল নিবাসী জনাব ডাঃ এম. এ, রহিম সাহেবের কন্যা মোসাম্মত রোকশানা বেগমের সহিত চন্দনপাট (রংপুর) নিবাসী জনাব মরহুম মোঃ সানার উদ্দিন সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ ইব্রাহীম এর শুভ বিবাহ নয় হাজার নয় টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ সাহেব।

২) বিগত ১০ই রমজান ৩১শে মে ৮৫ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া বৈরাগীর চর নিবাসী মরহুম মোঃ বশির উদ্দিন সাহেবের ১ম পুত্র মোঃ ছফির উদ্দিনের শুভ বিবাহ বেতাল নিবাসী আবদুর রহমান (গোলাপ মিয়া) সাহেবের ১ম কন্যা মোছাঃ আমেনা খাতুন (রাজবান)-এর সহিত ১০,০০১/০০ (দশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে কটিয়াদী আঞ্জুমানে অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) নারায়ণগঞ্জ জামাতের সদস্য জনাব মরহুম ইমান আলী সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ আসমা আক্তার (গ্রাম কানাইনগর, উপজেলা সোনার গাঁও, পোঃ বড় নগর এর) সহিত টাঙ্গাইল জিলা গ্রাম বেগুন চীল, পোঃ আপুখোল নিবাসী জনাব নিদু আকন্দ সাহেবের পুত্র জনাব আব্দুল জলিল সাহেবের শুভ বিবাহ ৮ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্য্যে গত ২৮শে মে ৮৫ইং মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নারয়াণগঞ্জ আঞ্জুমানে সুসম্পন্ন হয়, উক্ত বিবাহ পড়ান মৌঃ হাফেজ আব্দুল খায়ের সাহেব।

উক্ত বিবাহত্রয় যেন সর্বতোভাবে বাবরকত হয় তার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন রইল।

দুর্গারামপুরী

আহমদী শিশুর মৃত্যুতে—

'সাদেকের' শিশু কন্যা, শিশু হাস্‌পাতালে
মৃত্যুর পূর্বাভাষেও আকুল আহলাদে
মৃদু, মৃদু হাস্যে তার শব্দিত স্পন্দিত নাড়ী
"জলসায় ঝলসাইরে আমাদের বাড়ী!"
আহমদী শিশুর চিত্ত আল্লাহর আদরের আতরে—
সুমিষ্ট-দ্বিগুণ
"ইন্নালিল্লাহে ওইন্না ইলাইহে রাজেউন!"

—চৌধুরী আবদুল মতিন

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

15th June

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar